দাউলার আসল রূপ

আহমদ নাবীল

সম্পাদনা

মুফতি ইমতিয়াজ

আল-ফাজ্‌র পাবলিকেশন্স

মগবাজার, ঢাকা, ।

দাউলার আসল রূপ

লেখক
আহমদ নাবীল

সম্পাদনা
মুফতি ইমতিয়াজ

প্রকাশকাল
জানুয়ারি, ২০১৬

যোগাযোগ
আল-ফাজ্‌র পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

DAULAR ASOL RUP
AL-FAJR PUBLICATIONS
Price:200.00 TK. 9 DOLLAR (US).

অর্পণ

- ঐ সকল খারেজী ও তাকফীরীদের প্রতি যারা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের এমনকি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদীনদেরকেও তাকফীর করছে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে হত্যা করছে।
- জিহাদ-প্রেমী ঐ সকল যুবকদের প্রতি যারা হকদল নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে।
- সারা পৃথিবীতে জিহাদরত আমাদের ঐ সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি যারা হকের পথে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করছে।

এদের সকলের প্রতি কিতাবটি অর্পণ করা হল- যাতে এটা সকলের হেদায়াতের জন্য ওসীলাহ হয়।

মুখবন্ধ

আরব বসন্ত নিয়ে ইদানিং অনেক কথা হচ্ছে। পশ্চিমারা নাকি এতে মাল-মসলা জুগিয়েছে। বাশারের লেলিয়ে দেওয়া শিয়া মিলিশিয়া বাহিনীগুলো রাশিয়া, লেবাননের হিজবুল্লাহ আর ইরানের ছত্রছায়ায় আহলুস সুন্নাহর বসতিগুলো গুড়িয়ে দিচ্ছিল, নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে হোলি খেলছিল। তরুণ যুবক অশতিপর বৃদ্ধ কেউ তাদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। অথচ পশ্চিমা মিডিয়ায় আমাদের আপডেট রাখা হচ্ছিল এ বলে- 'আমেরিকা বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে। বাশারকে অনতিবিলম্বে উৎখাত করা হবে।'

উম্মাহ বুঝে ফেলেছিল তাদের হীন উদ্দেশ্য। তাই উম্মাহর প্রকৃত কল্যাণকামী মুজাহিদীনদের তারা সাদরে বরণ করে নেয়। তাদের মাঝে খুঁজে পায় প্রতিশ্রুত আসমানী উদ্ধারকর্তা বাহিনীর প্রতিচ্ছবি। উম্মাহর মায়েরা যে এখনো বীর সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হয়ে পড়েনি। তারই ঝলক দেখে পৃথিবী সত্যিই যেন অবাক তাকিয়ে রয়। তাগুতদের দম্ভ ধূলোয় গড়াগড়ি খেতে থাকে। মুজাহিদীনদের স্বপ্নময় অভিযাত্রার দ্রুতই পাল্টে যেতে থাকে দৃশ্যপট। ভেড়ার পালের মত লেজ নাড়তে নাড়তে পিছু হটতে থাকে সম্মিলিত তাগুত শক্তির কাপুরুষ সৈনিকরা। একের পর এক অঞ্চল দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত হতে থাকে। মুজাহিদীনদের শক্তিশালী মিডিয়াকর্মীদের কল্যাণে আমরা তার বাস্তব চিত্র দেখে পুলকিত হই। সাধারণ জনতার এ উদযাপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হলে প্রথমে জানতে হবে তাদের নিপীড়নের লোমহর্ষক কাহিনী! কতটা অত্যাচার তাদের সহ্য করতে হয়েছে তা না জানলে বিজয়ের আনন্দ উপলব্ধি করা যাবে না।

সব কিছু সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবেই এগোচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দৃশ্যপটে আগমন ঘটল 'দাউলা'র। তারা মুজাহিদীনদের দখলকৃত অঞ্চলগুলো পুনঃদখল করতে লাগলো উন্মাদের মতো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘোষণা চলে এল খিলাফতের। উন্মাদনার যেন নতুনমাত্রা যোগ হল এতে। এতোদিন যে ফেৎনা সিরিয়া ও ইরাকে সীমাবদ্ধ ছিল; খিলাফত ঘোষণার পর তা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর নানা প্রান্তে। আশ্চর্যজনক ভাবে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো এদের ফলাও করে প্রচার করতে লাগলো উম্মাহকে বিভ্রান্ত করার জন্য। শুরুর দিকে কিছুটা অস্পষ্ট থাকলেও দলমত নির্বিশেষে সত্যবাদী উলামা ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ তাদের খিলাফত দাবির আসারতা প্রমাণসহ বর্ণনা করতে থাকেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের মাঝে বিভক্তির সূত্র ঘটে ছিল যে খারেজীদের মাধ্যমে,

এরাও নব্য খারেজীদের ভূমিকায় আরো ভয়ঙ্কর রূপে আগমন করেছে। মুসলমানদের তাকফীর করতে এরা যেন আধাজল খেয়ে নেমেছে। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনতার নিস্পাপ রক্তে ভেসে যেতে থাকে পবিত্র জিহাদ ভূমি। সারাটা জীবন যারা কুরবান করলেন উম্মাহর মুক্তি চিন্তায়, জিহাদের রক্তস্নাত পথে। তাদেরকে কথিত খিলাফতের সিংহ (!) সৈনিকেরা শহীদ করতে শুরু করল। তাগুত কুফ্ফারা যে সকল জিহাদী নেতৃবৃন্দকে খুঁজে পায়নি শত প্রচেষ্টার পরও, এরা তাদেরকে পরিবারসহ আত্মঘাতি হামলা করে শহীদ করে দেয়।

প্রিয় পাঠক! বক্ষমান গ্রন্থে লেখক 'দাওলার সে সব ঘৃণ্য অপতৎপরতা প্রমাণসহ তুলে ধরেছেন। খিলাফত দাবির অসারতা দলিলসহকারে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার শরয়ী পদ্ধতি ও পন্থা সম্পর্কে সারগর্ভ আলোকপাত করেছেন। আশা করি পাঠক নিরপেক্ষ মন-মানসিকতা নিয়ে ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবেন।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা! তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে সত্য-সুন্দর-সঠিক পথে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো একতাবদ্ধ হয়ে দীনের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে 'বিশ্ব কুফ্ফার' শক্তির মোকাবেলা করার হিম্মত দান করেন। হেদায়াতের পথে অবিচল থেকে মুমিনদের প্রতি সদয় আর কাফেরদের প্রতি নির্দয় গুণের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দেন। নিশ্চয়ই তিনি তো আমাদের তাওফীক দাতা।

সূচি

দাউলার আসল রূপ
পর্ব-১

দাউলার অপরাধ সমূহ

অপরাধ-১

আমীরের ইতাআত (আনুগত্য) না করা এবং ওয়াদার বরখেলাফ করা

দাউলা ও জাবহাতুন নুসরার মাঝে যখন মতানৈক্য দেখা দিল তখন সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ এই মতানৈক্য দূর করার প্রয়াস চালাতে থাকেন। কারণ তারা বুঝতে পারেন, ভবিষ্যতে এর পরিণাম অত্যন্ত জটিল ও ভয়াবহ হতে পারে। তখন উভয় গ্রুপই বিষয়টি শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.'র কাছে পেশ করে এবং তারা এ ব্যাপারে সম্মত হয় যে, শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি. যে ফায়সালা দিবেন তা উভয়েই মেনে নিবে।

শায়েখ আবু আব্দুল আযীয আল-কাতারী রহ. একজন বর্ষীয়ান মুজাহিদ ছিলেন। যার জীবনের পুরো সময়টা কাটে ময়দানে ও কারাগারে। যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে, অতপর ইরাক জিহাদে অংশ নিয়েছেন। শায়েখ উসামা রহ. সাথে সময় কাটিয়েছেন। যাকে 'শামের আয্যাম' বলে ডাকা হয়। আদনানী যার ব্যাপারে স্বীয় বয়ান 'মা কানা হাযা মানহাজুনা ওয়ালাই ইয়াকুন' এর মধ্যে প্রশংসা করেছে। দাওলা ও নুসরার মতপার্থক্যের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য লক্ষণীয়,

أنا كنت شاهدا على الشيخ الجولاني وشاهدا على الشيخ البغدادي كليهما قال: نحن ننتظر من الشيخ د.أيمن الظواهري -حفظه الله- إذا جاء الأمر ياشيخ بغدادي ارجع إلى ما كنت عليه في دولة العراق الإسلامية، قال: سمعا وطاعة، أذهب أنا وجنودي إلى ما كنا عليه.. ياشيخ جولاني إذا اتاك الأمر من الشيخ أيمن أن تلتحق بدولة العراق الإسلامية، قال: أنا جندي من جنود الإسلام.

'আমি নিজেই সাক্ষী আছি শায়েখ জাওলানী ও শায়েখ বাগদাদীর ব্যাপারে। উভয়েই বলেছেন, আমরা অপেক্ষা করছি, শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.'র পক্ষ থেকে ফায়সালা আসার। যখন এই আদেশ আসবে যে, হে শায়েখ বাগদাদী! আপনি যেখানে ছিলেন- আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ইরাকে, সেখানে ফিরে যান। শায়েখ বাগদাদী বলেন, তখন শ্রবণ ও আনুগত্যের সাথে আমি ও আমার সৈনিকরা যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরে যাব। ... হে শায়েখ জাওলানী! যদি শায়েখ আইমানের পক্ষ থেকে আপনার জন্য আদেশ আসে, আপনি আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যার সাথে যুক্ত হয়ে যান? শায়েখ জাওলানী বলেন, আমি তো ইসলামের সৈনিকদের মধ্যে একজন সৈনিক।'[১]

---

[১] দেখুনঃ www.youtube.com/watch?v=b04fQqCitEY

একইভাবে দাউলার হলবের (আলেপ্পোর) শরীয়া বিভাগের প্রধান আবু বকর আল-কাহতানী স্বীকার করেন– যার অডিও রেকর্ড আমাদের কাছে বিদ্যমান- তিনি বলেন,

فإذا أتى فصل الشيخ أيمن الظواهري فالذي -نصًا- أبو بكر البغدادي قال: أقسم بالله أن كل من بايع الدولة هو بمقتضى أمر الشيخ أيمن الظواهري محلول البيعة.

'যখন শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.'র পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসবে তখন এ ক্ষেত্রে আবু বকর আল-বাগদাদীর স্পষ্ট মত হল: 'আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তখন দাউলাকে বায়আত দিবে, শায়েখ আইমানের আদেশের কারণে তার বায়আতের বৈধতা পাবে।' [২]

শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজির হাফি.। যিনি বাগদাদীসহ দাউলার প্রধানদের সাথে অনেক বৈঠক করেছেন। জাবহাতুন নুসরার সাথে মতপার্থক্যের সময় দাউলা তাকেই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলেন,

وأذكر هنا حادثة أخرى وقعت أثناءَ واسطتي الأولى فكان مما قالهُ لي البغدادي عندما كنا نناقش حل الخلاف قال: لو أمرني الشيخ أيمن أن أسلم ملف الشام الى غيري لفعلت إنتهى كلامه.

'আমি এখানে অপর একটি ব্যাপার উল্লেখ করছি, যা আমার প্রথম মধ্যস্থতার সময় ঘটেছিল। যখন আমরা মতানৈক্যর সমাধান নিয়ে পর্যালোচনা করছিলাম তখন বাগদাদী বললেন, 'যদি শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী আমাকে শামের ফাইল অন্য কারো হাতে হস্তান্তর করতে আদেশ করেন তাহলে আমি তা-ই করব।'

তিনি আরও বলেন,

ودليلاً آخر على أنهم رضوا بحكم أميرنا وأميرهم آنذاك الشيخ أيمن هو أنهم بعد أن طلبوا مني أن أعقدَ محكمة شرعية تفصل بين الجبهة وجماعة الدولة في الأزمة الاولى رفضوا انعقاد المحكمة وتراجعوا معللين ذالك بأنهم ينتظرون رد الشيخ أيمن - حفظه الله ورعاه - فلا مجال لحكم آخر اللهم إني أشهدك أن البغدادي قد صرّح برضاهُ بالشيخ أيمن الظواهري حكماً وقاضيا وزعم

---

[২] দেখুনঃ www.youtube.com/watch?v=VoEoYUkBf7w

العدناني خلاف ذالك اللهم من كان منا كاذبا فأجعل عليهِ لعنتك وأرنا فيهِ آيةً وأجعلهُ عبرة.

'তারা যে আমাদের আমীর এবং তাদের সে সময়ের আমীর- শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরীর ফায়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে: সমস্যার প্রথম দিকে যখন অনেকেই আমার কাছে আবেদন করল, যেন আমি একটি শরয়ী মাহকামাহ (আদালত) নির্ধারণ করি, যা দাউলা ও জাবহার বিবাদ নিরসনে কাজ করবে, তখন তারা মাহকামা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করল। তারা এই কথা বলে পিছুটান দিল যে, তারা শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.'র জবাবের অপেক্ষা করছে। সুতরাং অন্য কারো ফায়সালার সুযোগ বর্তমানে নেই।

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, বাগদাদী শায়েখ আইমানকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মানার ব্যাপারে স্পষ্ট সম্মতি প্রকাশ করেছিল অথচ আদনানী এর বিপরীত দাবি করেছে।

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী আপনি তার উপর আপনার লা'নত বর্ষণ করুন। আর আমাদেরকে এ ব্যাপারে আপনার নিদর্শন দেখান এবং তার পরিণতিকে (অন্যদের জন্য) উপদেশ বানান।'[৩]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল: দাউলা এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে, শায়েখ আইমান থেকে যে আদেশ আসবে, তারা তা মেনে নেবে, চাই তা তাদের মনোঃপুত হোক বা না হোক। ফলে এর মাধ্যমে এই ফিতনারও অবসান হবে, মুসলিমদের মাঝে অন্যায়-রক্তপাত বন্ধও হবে এবং তাদের ঐক্য অটুট থাকবে। অতঃপর শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.'র পক্ষ থেকে ফায়সালা আসল:

ج – تلغى دولة العراق والشام الإسلامية، ويستمر العمل باسم دولة العراق الإسلامية.

د – جبهة النصرة لأهل الشام فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد يتبع القيادة العامة.

هـ– الولاية المكانية لدولة العراق الإسلامية هي العراق.

و – الولاية المكانية لجبهة النصرة لأهل الشام هي سوريا.

[৩] দেখুনঃ www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU

১. 'দাউলাতুল ইরাক ওয়াশ শাম আল-ইসলামিয়্যা' বিলুপ্ত হয়ে এখন থেকে কার্যক্রম চলবে 'দাউলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যা' নামে।

২. 'জাবহাতুন নুসরাহ লি-আহলিশ শাম' কায়েদাতুল জিহাদের ভিন্ন একটি শাখা হিসাবে গণ্য হবে। তা মূল নেতৃত্বের আনুগত্য করবে।

৩. দাউলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যার কাজের স্থান হবে ইরাক।

৪. জাবহাতুন নুসরাহ লি আহলিশ শামের কাজের স্থান হবে সিরিয়া।[৪]

আমীরের পক্ষ থেকে এই ফায়সালা আসার পর, ফায়সালা তাদের প্রবৃত্তির অনুকূলে না হওয়ায় তারা তা অমান্য করল। খোঁড়া যুক্তি দিয়ে নিজেদের মতের উপর অটল থাকল ও আমীরের আনুগত্য পরিত্যাগ করল। আমীরের অবাধ্যতা করল। নিজেদের ওয়াদা রক্ষা করল না। যার ফলে ফিতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। অন্যায়-রক্তপাত শুরু হল।

অপরাধ-২

ওয়াজিব বায়আত ভঙ্গ করা

দাউলার অপরাধসমূহের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে, আল-কায়েদার হাতে তাদের যে বায়আত ছিল তারা তা ভঙ্গ করেছে। ২০০৬ সালে আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. এর শাহাদাতের পর, আল-কায়েদার ইরাক শাখার নেতৃত্বে আসেন আবু হামযা আল-মুহাজির রহ.। অতঃপর ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ইরাকের ৮/১০ টি মুজাহিদীন গ্রুপ একত্রিত হয়ে 'আদ দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক' গঠন করে। এর আমীর নিযুক্ত হন আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ.। আর এর মাঝে আল-কায়েদার ইরাক শাখাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। আল-কায়েদার ইরাক শাখার আমীর আবু হামযা আল-মুহাজির রহ.কে 'আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাকে'র সেনাপতি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

আল-কায়েদা ইরাক শাখার তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে তাদের মূল আল-কায়েদার আমীরদের সাথে কোন ধরণের পরামর্শ বা আদেশ ছাড়াই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলে। অতঃপর শায়েখ আবু হামযা আল-মুহাজির রহ. এ ব্যাপারে মূল আল-কায়েদার আমীরদের সাথে যোগাযোগ করে এ ওজর পেশ করেন যে, নিরাপদ যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ার কারণে আমীরদের সাথে মাশওয়ারা করা সম্ভব হয়নি। অথচ ইরাকের মুজাহিদীনের ঐক্য রক্ষার জন্য এটা (দাওলা প্রতিষ্ঠা) খুব জরুরী ছিল।

[৪] দেখুনঃ www.youtube.com/watch?v=A182rGoC_GE

তবে তিনি আল-কায়েদার মূল আমীরদেরকে অবগত করেন যে, তিনি আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. কে এই শর্তে বায়আত প্রদান করেছেন যে, 'আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক' মূল আল-কায়েদার অধীনেই থাকবে। দাউলার তৎকালীন নেতৃত্ব এর সাথে সহমত—পোষণ করেন।

এরপর দাউলার দায়িত্বশীলগণ তানযীমু কায়িদাতিল জিহাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন; কিন্তু তানযীমু কায়িদাতিল জিহাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়, দাউলা যে আল-কায়েদার অনুগত এটা যেন প্রকাশ করা না হয়। আর এটা ছিল রাজনৈতিক কৌশল। কারণ শত্রুরা আল-কায়েদার গন্ধ শুনলেই সেখানে শকুনের পালের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাপারটি আর প্রকাশ করা হয় নি। কখনো সাংবাদিক বা মিডিয়াতে শায়েখদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা তাউরিয়া (দ্ব্যার্থবোধক কথা) অবলম্বন করতেন। তাদের উত্তরটা হত এ রকম– ইরাকে আল-কায়েদা নামে কিছু নেই। ইরাকে আল-কায়েদা দাউলার মাঝে একাকার হয়ে গেছে। শায়েখদের এই উত্তর সঠিক ছিল। কারণ, ইরাকে যে আল-কায়েদার শাখা তা আল-কায়েদা নামে নামকরণ করা হয়নি; তা 'আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক' নামে ছিল।

দাউলা আল-কায়েদার বায়আতে আবদ্ধ হওয়ার এবং আল-কায়েদার শাখা হওয়ার প্রমাণসমূহ

প্রমাণসমূহের মধ্যে দাউলার পক্ষ থেকে আল-কায়েদাকে প্রেরিত কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ পেশ করা হচ্ছে, যা শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি. দাউলার ব্যাপারে তাঁর ঐতিহাসিক শাহাদাতে উল্লেখ করেছেন। এই শাহাদার পরিপ্রেক্ষিতে, দাউলার মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আদনানী 'উযরান আমীরাল কায়েদাহ' নামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন, সেখানে তিনি এই চিঠির এই অংশগুলো সত্য হবার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন, তিনি বলেন,

إنّ كل ما ذكرتَ من شهادتك صحيح،

'আপনার শাহাদাতে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা সত্য।'[৫]

প্রমাণঃ এক. ২০১০ সালে আবু ওমর আল-বাগদাদী ও আবু হামযা আল-মুহাজির রহ. এর শাহাদাতের পর দাউলার পক্ষ থেকে আবু বকর আল-বাগদাদীকে দাউলার আমীর নিযুক্ত করা হয়।

---

[৫] দাউলার অফিশিয়াল মিডিয়া 'আল-ফুরকান' থেকে তাদের মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আদনানীর কণ্ঠে প্রকাশিত অডিও- উযরান আমীরাল কায়েদা

তখন শায়েখ উসামা রহ. শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহ. কে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, যাতে বাগদাদীর ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য শায়েখের নিকট প্রেরণ করা হয়। শায়েখ পত্রে লিখেন,

"حبذا أن تفيدونا بمعلوماتٍ وافيةٍ عن أخينا أبي بكرٍ البغداديِ، الذي تم تعيينُه خلفًا لأخينا أبي عمرَ البغداديِ -رحمه اللهُ- والنائبِ الأولِ له وأبي سليمانَ الناصرِ لدينِ اللهِ، ويستحسنُ أن تسألوا عنهم مصادرَ عديدةً من إخوانِنا الذين تثقون بهم هناك، حتى يتضحَ الأمرُ لدينا بشكلٍ كبيرٍ."

'অনেক ভাল হবে, যদি আপনারা আমাদের কাছে আমাদের ভাই আবু বকর আল-বাগদাদী, যাকে আবু ওমর আল-বাগদাদীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, তাঁর ও তাঁর প্রধান নায়েব আবু সুলাইমান আন-নাসের লি-দিনিল্লাহের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রেরণ করেন। আমরা ভাল মনে করছি, যদি ওখানে আমাদের যারা বিশ্বস্ত ভাই আছেন, তাদের মাধ্যমে একাধিক উৎস থেকে তাদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়; যাতে আমাদের কাছে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়।'

আবু ওমর বাগদাদীর শাহাদাতের পর শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহ. দাউলার নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি দেন,

"نقترحُ على الإخوةِ الكرامِ في القيادةِ: أن يُولّوا قيادةً مؤقتةً تديرُ الشؤونَ ريثما يتمُ التشاورُ،

'নেতৃত্বে থাকা সম্মানিত ভাইদেরকে আমরা প্রস্তাব করছি যে, তারা যেন কর্ম পরিচালনার জন্য অস্থায়ীভাবে কোন আমীর নিযুক্ত করে নেন, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে মাশওয়ারা সম্পূর্ণ হয়।'

এর প্রতি উত্তরে দাউলার মাজলিসে শূরার প্রতিনিধি শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহকে যে চিঠি প্রেরণ করেন তাতে তারা উল্লেখ করেন,

نحيطُكم علمًا مشايخَنا وولاةَ أمرِنا الكرامَ أن دولتَكم الإسلاميةَ في بلاد الرافدين بخيرٍ ومتماسكةٍ

'হে আমাদের মাশায়েখ ও সম্মানিত দায়িত্বশীলগণ! আমরা আপনাদেরকে জানাতে চাই, বিলাদুর রাফিদাইনে (ইরাকে) আপনাদের দাউলাতুল ইসলামিইয়্যাহ কল্যাণ ও ঐক্যর সাথে আছে।'

তিনি আরও লিখেন,

أجمع الإخوةُ هنا وفي مقدمتِهم الشيخُ أبو بكرٍ -حفظه اللهُ- ومجلسُ الشورى على أنه لا مانعَ من أن تكونَ هذه الإمارةُ مؤقتةً.

'আমাদের এখানকার ভাইয়েরা, -যাদের সম্মুখভাগে আছেন শায়েখ আবু বকর হাফি. ও মজলিসে শুরা- একমত হয়েছেন যে, এই ইমারাহ অস্থায়ী হতে কোন বাঁধা নেই।'

আরও লিখেন,

شيوخَنا الأفاضلَ.. بعد مقتلِ الشيخينِ حاول مجلسُ الشّورى تأخيرَ الإعلانِ عن الأميرِ الجديدِ حتى يأتينا أمرٌ منكم بعد تأمينِ الاتّصالِ، ولكننا لم نستطعْ تمديدَ فترةِ التأخيرِ أكثرَ لعدةِ أسبابٍ، من أهمِها تربّصُ الأعداءِ في الداخلِ والخارجِ.

'আমাদের সম্মানিত শায়েখগণ! শায়েখদয়ের শাহাদাতের পর, মজলিসে শুরা চেষ্টা করেছিল, নিরাপদ যোগাযোগের মাধ্যমে আপনাদের পক্ষ থেকে আদেশ আসা পর্যন্ত নতুন আমীরের ব্যাপারে ঘোষণা দিতে দেরী করা হবে; কিন্তু একাধিক কারণে আমাদের পক্ষে খুব বেশি বিলম্ব করা সম্ভব হয়নি। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিল ভিতরে ও বাইরে শত্রুদের ওঁৎ পেতে থাকা।'

এরপর তারা লিখেন,

وإنّ إرسالَ أي شخصٍ من قبلِ المشايخِ عندكم -إن رأوا أن ذلك من تمامِ تحقيقِ المصلحةِ- ليتسلمَ الإمارةَ فلا مانعَ لدينا، وسيكونُ الجميعُ هنا جنودًا له عليهم واجبُ السّمعِ والطّاعةِ، وهذا الالتزامُ مجمعٌ عليه من مجلسِ الشّورى والشيخِ أبي بكرٍ حفظهم اللهُ."

'যদি আপনাদের ওখানকার শায়খদের পক্ষ থেকে কাউকে প্রেরণ করা হয়, তার হাতে ইমারাকে হস্তান্তর করার জন্য, তাতে আমাদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি নেই; যদি তারা মনে করেন এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধিত হবে। আমরা সকলে সাথে সাথে তাঁর সৈনিক হয়ে যাব, সকলের উপর তার শ্রবণ ও আনুগত্য করা ওয়াজিব মনে করব। আর এই কর্তব্যের ব্যাপারে মজলিসে শুরা ও শায়েখ আবু বকর হাফি. সকলেই একমত পোষণ করেছেন।'[৬]

[৬] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র আদনানী নিজেও এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন

দাউলা যদি আল-কায়েদার শাখা না হত, আল-কায়েদার সাথে তাদের বায়আত না থাকত, তাহলে কিভাবে তারা তাদের ইমারার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে যে, বাগদাদীর নেতৃত্বে যে ইমারা, তা একটি অস্থায়ী ইমারা? আল-কায়েদার উমারাগণ চাইলে এই ইমারা নাও রাখতে পারেন।

দাউলা যদি আল-কায়েদার অনুগত না হত তাহলে কেন তাদের মজলিসে শুরা চেষ্টা করছিল আল-কায়েদার শায়েখদের থেকে আদেশ আসার আগ পর্যন্ত নতুন আমীরের নাম ঘোষণা না দিতে, কিন্তু দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় বাধ্য হয়ে বাগদাদিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যাতে শত্রুরা সুযোগ নিতে না পারে!

দাউলার পক্ষ থেকে বলা হয়, খোরাসান থেকে শায়েখগণ যদি কাউকে পাঠান, তাহলে তার হাতে ইমারার দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে। বাগদাদীসহ সকলেই তার সৈনিক হয়ে যাবে। সকলের উপর ওয়াজিব হবে তার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা।

সুবহান আল্লাহ! দাউলার প্রস্তাব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, দাউলা আল-কায়েদার একটি শাখা ছিল, যার আমীর ছিলেন শায়েখ উসামা রহ.।

প্রমাণ: দুই

দাউলার পক্ষ থেকে যিনি আল-কায়েদার মূল নেতৃত্বর সাথে যোগাযোগের দায়িত্বে ছিলেন, শায়েখ উসামা রহ. এর শাহাদাতের পর ১৪৩২ হিজরীর ২০ জুমাদাল উখরা তিনি শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহকে একটি চিঠি প্রেরণ করেন, সেখানে তিনি লিখেন,

"أوصى الشّيخُ -حفظه اللهُ- أن نطمئنَكم على الأوضاعِ هنا، فالأمورُ في تحسّنٍ وتطوّرٍ وتماسكٍ وللهِ الحمد، وهو يسألُ عن المُناسبِ من وجهةِ نظرِكم عند إعلانِ الأميرِ الجديدِ للتنظيمِ عندكم، هل تُجدّدُ الدّولةُ بيعتَه علنًا أم تكون سرًا كما هو معلومٌ معمولٌ به سابقًا؟، وهذا لتعلموا أنّ الإخوةَ هنا سهامٌ في كنانتِكم.

'শায়েখ বাগদাদী হাফি. আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন এখানের অবস্থার ব্যাপারে আপনাদেরকে আশ্বস্ত করি। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের কার্যক্রম উন্নতি অগ্রগতি ও দৃঢ়তার সাথে চলছে। তিনি (বাগদাদী) জানতে চেয়েছেন, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? যখন আপনাদের পক্ষ থেকে তানযীমের নতুন আমীর ঘোষণা দেওয়া হবে, তখন কি দাউলা প্রকাশ্যে নতুনভাবে বায়আত

প্রদান করবে, না বায়আত গোপনই থাকবে, যেমনটি পূর্ব থেকেই ছিল? আর এটা এ কারণে, যাতে আপনারা জানতে পারেন যে, এখানকার ভাইয়েরা আপনাদের তূণীরের তীর মাত্র।'

এই চিঠিটি শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. দাউলার ব্যাপারে দেওয়া তার শাহাদতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর আদনানী নিজেই তার বয়ান 'উযরান আমীরাল কায়িদাহ'র মধ্যে স্বীকার করেছেন যে, শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী যে চিঠিগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তা সত্য।[৭]

এখানে দাউলার পক্ষ থেকে শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ্‌র কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে, যখন আপনাদের পক্ষ থেকে তানযীমের নতুন আমীর ঘোষণা দেওয়া হবে, তখন কি দাউলা প্রকাশ্যে নতুনভাবে বায়আত প্রদান করবে নাকি বায়আত গোপনই থাকবে, যেমনটি পূর্ব থেকেই ছিল?

অতএব এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হল, দাউলা আল-কায়েদার একটি শাখামাত্র এবং আল-কায়েদার হাতেই তাদের বায়আত ছিল।

প্রমাণঃ তিন

১৪৩৩ হিজরীর ৭ জিলহজ্ব আবু বকর আল-বাগদাদী শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেছেন, সেখানে তিনি লিখেন,

"إلى أميرنا الشيخ الدكتور أبي محمّد أيمن الظّواهري حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

'পত্রটি আমাদের আমীর শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর নিকট। আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

অতঃপর চিঠিতে উল্লেখ করেন,

شيخنا المبارك؛ نودّ أن نبيّن لكم ونعلن لجنابكم أننا جزءٌ منكم، وأنّنا منكم ولكم، وندين الله بأنكم ولاةُ أمورنا ولكم علينا حقّ السّمع والطّاعة ما حيينا، وأنَّ نُصحكم وتذكيركم لنا هو حقٌّ لنا عليكم، وأمركُم مُلزم لنا، ولكن قد تحتاج المسائل أحياناً بعض التبيين لمعايشتنا واقع الأحداث في ساحتنا، فنرجو أن يتّسع صدركم لسماع وجهة نظرنا، ولكم الأمر بعد ذلك وما نحن إلا سهامٌ في كنانتكم."

[৭] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান। দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন

'সম্মানিত শায়েখ! আমি আপনাদের সামনে স্পষ্ট করছি ও ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমরা আপনাদের সংগঠনের একটি অংশ। আমরা আপনাদের থেকে এবং আপনাদের জন্যই। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনারা হচ্ছেন আমাদের 'উলুল আমর' (দায়িত্বশীল)। আমরা যতদিন জীবিত আছি, ততদিন আমাদের উপর আপনাদের এই হক রয়েছে যে, আমরা আপনাদের নির্দেশ শ্রবণ করব আর সেগুলোর আনুগত্য করব। আর আপনারা আমাদেরকে উপদেশ দিবেন ও নসিহত করবেন; এটা আপনাদের উপর আমাদের হক। আপনাদের আদেশ আমাদের জন্য অবশ্যপালনীয়। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের ভূমির বাস্তব হালাত ও অবস্থার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং আমরা আশা রাখি, আপনারা আমাদের মতামত শোনার জন্য আপনাদের হৃদয়গুলো প্রশস্ত রাখবেন। সর্বোপরি আদেশ শুধু আপনাদের পক্ষ থেকেই। আমরা শুধু আপনাদের তূণীরের তীর মাত্র।'

উক্ত চিঠিতে আপনারা বাগদাদীর শব্দগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন-

أننا جزءٌ منكم،

'আমরা আপনাদের সংগঠনের একটি অংশ।'

وأنّنا منكم ولكم

'আমরা আপনাদের থেকে এবং আপনাদের জন্যই।'

وندين الله بأنكم ولاةُ أمورنا

'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনারা হচ্ছেন আমাদের উলুল আমর (দায়িত্বশীল)।'

ولكم علينا حقّ السّمع والطّاعة ما حيينا،

'আমরা যতদিন জীবিত আছি ততদিন আমাদের উপর আপনাদের এ হক রয়েছে যে, আমরা আপনাদের কথা শ্রবণ করব আর তার আনুগত্য করব।'

وأمركُم مُلزم لنا

'আপনাদের আদেশ আমাদের জন্য অবশ্যপালনীয়।'

ولكم الأمر بعد ذلك

'তবে সর্বোপরি নির্দেশ শুধু আপনাদের পক্ষ থেকেই।'

وما نحن إلا سهامٌ في كنانتكم

'আর আমরা শুধু আপনাদের তূণীরের তীর মাত্র।'[৮]

[৮] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

বাগদাদীর উক্ত চিঠি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, বাগদাদীর শরয়ী আমীর হচ্ছেন শায়েখ আইমান হাফি.। দাউলা হচ্ছে আল-কায়েদার অনুগত; যা বাগদাদী নিজেই স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। এতটা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে ধুম্রজাল সৃষ্টি করার বিন্দুমাত্র অবকাশ কারো নেই।

প্রমাণ: চার

দাউলার মুখপাত্র আদনানী শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর কাছে একটি সাক্ষ্যপ্রদান লিখে পাঠায়, সাক্ষ্যপ্রদানটি শেষ করে এভাবে-

"كتبها العبدُ الفقيرُ أبو محمدٍ العدنانيُّ

في ١٩/جمادى الاولى / ١٤٣٤هـ

معذرةً إلى اللهِ تعالى، ثم إلى الأمةِ، ثم إلى أمرائه الشيخِ الدكتورِ أيمنَ الظواهريِ، ثم الى الشيخِ الدكتورِ أبي بكرٍ البغداديِ حفظهم اللهُ."

'লিখেছে: অসহায় বান্দা আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী

১৯ জুমাদাল উলা, ১৪৩৪ হিজরী।

সে অপারগতা প্রকাশ করছে, আল্লাহ তাআলার কাছে, অতঃপর উম্মাহরকাছে, অতঃপর তার আমীর শায়েখ ডঃ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. ও শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদীর কাছে।'

এখানে আদনানী নিজেই নিজের আমীর হিসাবে শায়েখ আইমানের নাম উল্লেখ করেছেন।[৯]

প্রমাণ: পাঁচ

২৯ জুমাদালউলা ১৪৩৪ হিজরীতে বাগদাদী শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. 'র প্রতি সর্বশেষ চিঠি প্রেরণ করে। তাতে তিনি শায়েখকে সম্বোধন করে বলেন,

"فإلى أميرِنا الشيخِ المفضالِ."

'আমাদের আমীর সম্মানিত শায়েখের প্রতি।'

অতঃপর লিখেন,

"وقد وصلني الآنَ أن الجولانيَ أخرج كلمةً صوتيةً يُعلنُ فيها البيعةَ لجنابِكم مباشرةً،

[৯] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

'আমরা জানতে পারলাম, জাওলানী একটি অডিও প্রকাশ করেছে, তাতে তিনি সরাসরি আপনাদের কাছে বায়আত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।'

এখানে বাগদাদী বলছেন, 'জাওলানী সরাসরি আপনাদের কাছে বায়আত দিয়েছেন।' এর অর্থ কি এই নয় যে, আগে জাওলানীর বায়আত ছিল বাগদাদীর হাতে, আর বাগদাদীর বায়আত ছিল শায়েখ আইমানের হাতে। কিন্তু এখন জাওলানী সরাসরি শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি.'র কাছে বায়আত প্রদানের ঘোষণা দিচ্ছেন! অন্যথায় এখানে 'সরাসরি' শব্দের প্রয়োগ কখনোই হত না।[১০]

প্রমাণ: ছয়

শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. যখন বাগদাদীকে নির্দেশ দিলেন, দাউলার প্রসার শামে না ঘটাতে, বরং শামের রণক্ষেত্র জাবহাতুন নুসরার জন্য ছেড়ে দিন। তখন দাউলা সিদ্ধান্ত নিল তারা শামে থাকবে, আর এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা মূল আল-কায়েদার একজন আমীরের কাছে চিঠি লেখে,

فما قررنا البقاءَ إلا بعد أن تبين لنا أن طاعتَنا لأميرِنا معصيةٌ لربِنا ومهلكةٌ لمن معنا من المجاهدين وخاصّةً المهاجرين، فاطعنا ربَنا وآثرنا رضاه على رضا الأميرِ، .... ولا يقال عمّن عصى أمرًا لأميرٍ يرى فيه مهلكةً للمجاهدين ومعصيةً للهِ تعالى أنه أساءَ الأدبَ.

'আমরা শামে থাকার সিদ্ধান্ত তখনি গ্রহণ করেছি, যখন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের আমীরের নির্দেশের আনুগত্য করা আমাদের জন্য রবের অবাধ্যতা ও আমাদের সাথে যে মুজাহিদগণ আছেন তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। বিশেষ করে মুহাজিরদের জন্য। তাই আমরা আমাদের রবের আনুগত্য করলাম ও তাঁর সন্তুষ্টিকে আমীরের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিলাম। ...... আর যে আমীরের এমন আদেশ লঙ্ঘন করে, যার মধ্যে সে মুজাহিদদের ধ্বংস ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা দেখে, তার ব্যাপারে একথা বলা যাবে না যে, সে বেয়াদবী করেছে।'

আল-কায়েদার মূল নেতৃত্বকে দেওয়া সর্বশেষ চিঠিতেও বাগদাদী শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. কে নিজ আমীর বলে স্বীকার করেছেন। আর তাঁর আদেশ পালন করতে অক্ষম হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে,

[১০] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি.'র সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন

তাঁর আদেশ পালন করলে রবের অবাধ্যতা করা হবে, তাই তা পালন করা সম্ভব নয়। যদি দাউলার বায়আত আল-কায়েদার হাতে না থাকত তাহলে তার আদেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এই প্রমাণ পেশের কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর তার আদেশ **না মানা রবের অবাধ্যতা হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।**[১১]

প্রমাণঃ সাত

শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজির হাফি.। যিনি বাগদাদীসহ দাউলার প্রধানদের সাথে অনেক বৈঠক করেছেন। জাবহাতুন নুসরার সাথে বিবাদের সময় দাউলা তাকেই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলেন,

في الأزمة الأولى بعد إعلانهم الدولة فعندما بدأت الأخبار تنتشر أن بيعتهم للبغدادي كانت بيعةً متصلة للشيخ أيمن الظواهري وليست بيعةً كاملة وإنما هي بيعة نصرة ومحبةً فقط على حد وصف شرعيهم أبي بكر القحطاني ولا أدري ما نوع هذه البيعة التي يتكلم عنها , فتعجبنا لهذا الأمرِ وواجهنا البغدادي بنفسه بهذا الكلام في حضرة شرعيهم هذا فكان رد البغدادي: معاذ الله إن في عنقي بيعة حقيقة للشيخ أيمن على السمع والطاعة في المنشط والمكرة والعسر واليسر إنتهى كلامه فأكد لنا ما كنا نعلمهُ بدايةً من أنهُ جندي من جنود تنظيم قاعدة الجهاد يسمع ويطيع لأميرِه كباقي مسؤولي الأقاليم. اللهم إني أشهدك أني سمعت البغدادي نفسه يقول أن في عنقه بيعة للشيخ أيمن الظواهري.

'দাউলা ঘোষণার পর প্রথম সঙ্কটের সময় যখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, বাগদাদীর প্রতি তাদের বায়আত শায়েখ আইমানের বাইআতের সঙ্গে যুক্ত ছিল মাত্র। একক ও পূর্ণাঙ্গ বায়আত ছিল না; বরং তাদের শরীয়া বিভাগের দায়িত্বশীল আবু বকর আল-কাহতানীর সংজ্ঞা অনুযায়ী (শায়েখ আইমানকে দেওয়া বায়আতটি ছিল) ভালবাসা ও সাহায্যের বায়আত। আমরা জানি না, এটা আবার কোন ধরণের বায়আত, কাহতানী যার স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন। আমরা এর কারণে হতভম্ব হলাম। অতঃপর স্বয়ং বাগদাদীর সামনে তাদের শরীয়া বিভাগের দায়িত্বশীলের নিকটই এই ব্যাপারটি পেশ করলাম। তখন সে কথাটিকে বাগদাদী

[১১] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি.'র সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন

এভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, 'আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় আমার কাঁধে সুখে-দুঃখে স্বচ্ছলতায়-অস্বচ্ছলতায় শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর শায়েখ আইমানের হাকিকী (প্রকৃত) বায়আত বিদ্যমান।' বাগদাদী আমাদের সামনে এমন একটি ব্যাপার নিশ্চিত করলেন, যা আমরা পূর্বে জানতাম যে, তিনিও আল-কায়েদার সৈনিকদের মধ্য থেকে একজন সৈনিক। অন্যান্য অঞ্চলের দায়িত্বশীলদের মত তিনিও তার আমীরের কথা শুনেন ও মানেন।

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আমি নিজেই বাগদাদীকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় তাঁর কাঁধে শায়েখ আইমানের বায়আত বিদ্যমান।'[১২]

উপরোক্ত প্রমাণসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল, দাউলা তানযীমু কায়িদাতিল জিহাদের একটি শাখা ছিল ও তানযীমের হাতে তাদের বায়আত ছিল। কিন্তু কোন শরয়ী কারণ ছাড়া তারা এই ওয়াজিব বায়আত ভঙ্গ করেছে। খিলাফত ঘোষণার পূর্বে তারা যে অপরাধগুলো করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়াজিব বায়আত ভঙ্গ করা।

অপরাধ-৩

মিথ্যা বলা

তাদের অপরাধ সমূহের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে মিথ্যা বলা। যা একাধিকবার তাদের মুখপাত্র আদনানীর মুখে অফিসিয়ালভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

মিথ্যাঃ১ - দাউলা কখনো কায়েদাতুল জিহাদের অধীনে ছিল না।

যেমন, আদনানী তার বয়ানে বলেছেন,

الدولةُ ليست فرعاً تابعاً للقاعدة، ولم تكن يوماً كذلك،

'দাউলা আল-কায়েদার আনুগত কোন শাখা নয়, আর কখনও এমন ছিলও না।'[১৩]

আমরা পূর্বে প্রমাণ করেছি, দাউলা যে আল-কায়েদার একটি শাখা ছিল তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। বাগদাদী নিজ মুখেই তা স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ তাআলার শপথও করেছেন। কিন্তু তারই মুখপাত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অকপটে জোর গলায় মিথ্যা বলছেন। যেহেতু তিনি মুখপাত্র, সুতরাং

[১২] দেখুনঃ www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU

[১৩] দাউলার অফিশিয়াল মিডিয়া 'আল-ফুরকান' থেকে তাদের মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আদনানীর কণ্ঠে প্রকাশিত অডিও- উযরান আমীরাল কায়েদা

এর দায়ভার শুধু তার উপরেই বর্তাবে না, বরং তার আমীর বাগদাদী এবং দাউলার উপর বর্তাবে। তারাও মিথ্যাবাদী হিসাবে বিবেচিত হবে।

মিথ্যাঃ২ - দুনিয়ায় এমন কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি নেই, যে শরয়ী মাহকামা চালাতে পারে!

শামে যখন মুজাহিদীনের মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হল, রক্তের বণ্যা আর দোষারোপের চর্চা বেগবান হল; যার ফলে সত্যবাদী প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হল, তখন উম্মাহর অনেক মুখলিস ব্যক্তি এই সংঘর্ষ বন্ধের প্রায়াস চালান। তারা উভয় পক্ষের সামনে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে সালীশ আদালত গঠন করার প্রস্তাব পেশ করলেন। কারণ এটা ছাড়া অন্যায়-রক্তপাত বন্ধের আর কোন উপায় নেই।

দাউলা বুঝতে পারল নিরপেক্ষ আদালাত গঠিত হলে তাদের অপরাধ প্রকাশ পেয়ে যাবে, তাই তারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করল, আর এর কারণ হিসাবে নতুন এক মিথ্যার অবতারণা করল। শায়েখ আইমান আয জাওয়াহিরী হাফি. উপর এক অবাস্তব মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিল। দাউলার মুখপাত্র তার বয়ানে বলল,

لأنكَ شققت المسلمين شقّين لا ثالثَ لهُما: شقّ مع الدولة وأنصارها، وشقّ مع الفرق المُطالبة بالمحكمة المستقلّة

কারণ, আপনি (শায়েখ আইমান) সকল মুসলিমকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, তৃতীয় কোন পক্ষ বাকি নেই। এক পক্ষ দাউলা ও দাউলার সাহায্যকারীদের সাথে। আর আরেক পক্ষ স্বতন্ত্র সালীশ আদালত তলবকারীদের সাথে।[১৪]

নিজেদের অপরাধকে ঢাকতে অকপটে কীভাবে ডাহা মিথ্যা বলা হল। আসলেই কি ঐ সময় সকল মুসলিম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তৃতীয় কোন পক্ষ নেই বলে স্বতন্ত্র সালীশ সম্ভবপর ছিল না? এ দাবি কতটা যৌক্তিক।

অথচ তখন কত মুজাহিদীন, উলামা ও তালিবুল ইলম নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন। উম্মাহর অনেক মুজাহিদীন ও সেনাপতি নিরপেক্ষভাবে মুজাহিদীনের মাঝে প্রবাহিত এই অন্যায়-রক্তপাত বন্ধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করছিলেন, যেমন: শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান, শায়েখ আবু আব্দিল আযীয রহ., শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী, শায়েখ ইব্রাহিম আর-রুবাইশ, শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজির প্রমুখ।

---

[১৪] প্রাগুক্ত

অপরাধ-৪

রক্তপাত বন্ধে স্বতন্ত্র শরয়ী মাহকামা (আদালত) প্রত্যাখ্যান

দাউলার অপরাধসমূহের মধ্যে একটি বড় অপরাধ হচ্ছে, স্বতন্ত্র শরয়ী মাহকামাকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বার বার প্রত্যাখ্যান করা। আর এটা এমন একটি অপরাধ, যার ফলে হাজার হাজার মুজাহিদীনের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে। এর সুবিধা পুরোটাই নিচ্ছে আমাদের শত্রুরা। মহান আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করেন,

﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

'আর যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, যাতে তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।'[১৫]

এর বিপরীত মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

'আর যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তখন তারা বলে- আমরা শ্রবণ করেছি ও আনুগত্য করেছি, আর তারাই হচ্ছে সফলকাম।'[১৬]

মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার একটি নির্দেশ হচ্ছে, মুমিনদের মধ্যে দুটি দল যদি বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে অন্য মুমিনরা তাদের মাঝে মিমাংসা করে দিবে। এটা তাদের উপর ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾

'যদি মুমিনদের মাঝে দুটি দল পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদের মাঝে সমাধান করে দাও। অতঃপর একদল যদি অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন

---

[১৫] সূরা নূর, আয়াত:৪৮

[১৬] সূরা নূর, আয়াত: ৫১

করে তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তাআলার বিধানের দিকে ফিরে আসে।'[17]

যখন দাউলা ও শামের অন্যান্য মুজাহিদীনের মাঝে বিবাদের সূচনা হল, তখন অনেক সম্মানিত আলেম ও মুজাহিদগণ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এর সমাধানের প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। দাউলার নেতৃবর্গ যেমন- আবু বকর আল-বাগদাদী, আবু আলী আল-আনবারী, তাদের সাথে তাঁরা বার বার বৈঠক করলেন; কিন্তু প্রতিবারই তারা নানা অজুহাতে সমাধানের পথকে প্রত্যাখ্যান করে।

যারা এ প্রচেষ্টায় জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী, শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজির, শায়েখ মাকদিসী, শায়েখ আবু আব্দিল আযীয ও ইয়ামানের মুজাহিদীনগণ। আরও অনেক ওলামা ও মুজাহিদীন, যারা সে সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন ও প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন সমাধানের।

শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজিরের সাক্ষ্যপ্রদান

ودليلاً آخر على أنهم رضوا بحكم أميرنا وأميرهم آنذاك الشيخ أيمن هو أنهم بعد أن طلبوا مني أن أعقدَ محكمة شرعية تفصل بين الجبهة وجماعة الدولة في الأزمة الاولى رفضوا انعقاد المحكمة وتراجعوا معللين ذالك بأنهم ينتظرون رد الشيخ أيمن – حفظه الله ورعاه – فلا مجال لحكم آخر اللهم إني أشهدك أن البغدادي قد صرّح برضاهُ بالشيخ أيمن الظواهري حكماً وقاضيا وزعم العدناني خلاف ذالك اللهم من كان منا كاذبا فأجعل عليهِ لعنتك وأرنا فيهِ آيةً وأجعلهُ عبرة

'তারা যে আমাদের আমীর এবং তাদের তখনকার আমীর- শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরীর ফায়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে- সমস্যার প্রথম দিকে যখন অনেকেই আমার কাছে আবেদন করল, যেন আমি একটি শরয়ী মাহকামাহ (আদালত) নির্ধারণ করি, যা 'দাউলা' ও 'জাবহার' মাঝে ফায়সালা করবে, তখন তারা মাহকামা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করল। তারা এই কথা বলে পিছুটান দিল যে, তারা শায়েখ আইমানের জবাবের অপেক্ষা করছে। সুতরাং অন্য কারো ফায়সালার সুযোগ এখন নেই।

[17] সূরা হুজুরাত, আয়াত:৯

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, বাগদাদী শায়েখ আইমানকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মানার ব্যাপারে স্পষ্ট সম্মতি প্রকাশ করেছে অথচ আদনানী এর বিপরীত দাবি করেছে।

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী আপনি তার উপর আপনার লা'নত বর্ষণ করুন। আর আমাদেরকে এ ব্যাপারে আপনার নিদর্শন দেখান এবং তার পরিণতিকে (অন্যদের জন্য) উপদেশ বানান।'[18]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনীর সাক্ষ্যপ্রদান

فلما رأيتُ بوادرَ الخلافِ باديةً، ونواةَ الشقاقِ موجودةً عرضتُ ذلك على كتابِ اللهِ فألْفَيْتُهُ نصاً محكماً بيناً (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) فعَمدتُ حينئذٍ إلى (مبادرةِ المحكمةِ الإسلاميةِ) فأَبلَغنِي قادةُ الدولةِ بادئَ الأمرِ بموافقتِهم المبدئيةِ فاستبشرتُ خيراً وأتممتُ التفاوضَ مع البقيةِ..

ونظراً لتباينِ الكتائبِ الموجودةِ فكرياً ومنهجياً فقد اقترحتُ أن ينحصرَ القُضاةُ في الكتائبِ التي عُرفتْ بمنهجِها الصافي بعيداً عن الإرجاءِ أو التبعيةِ أو غير ذلك، فما كان لنا أن ندعوَ للتحاكمِ إلى قُضاةٍ تَشُوبُ منهجَهُم الشوائبُ، وبعد قطعِ مراحلَ في المبادرةِ وموافقةِ الجميعِ صُدِمْتُ بموقفِ الدولةِ النهائي برفضِ (مبادرةِ المحكمةِ) فطلبتُ التعليلَ لذلك، فقالوا لي: لوجودِ ملاحظاتٍ على بعضِ الجماعات،

قلتُ إذاً ليكن القضاةُ من فصائلٍ عُرفَ منهجُها وظهرت خبرتُها في ساحاتِ الجهادِ، كصقورِ العزِ والكتيبةِ الخضراءِ وشامِ الإسلام وغيرها، فاعتذَروا لي من ذلك، قلتُ: إذاً ليكن قاضياً عدلاً مستقلاً، فاقترحتُ أسماءَ شَهِدَ لها أهلُ المنهجِ بالحقِ والإمامةِ كشيخِنا العلامةِ العلوان أو الشيخِ المجاهدِ إبراهيمَ الربيش أو غيرِهم: فرفضوا، فعرضتُ أن يكونَ القاضيْ من طلابِ العلمِ في ساحةِ الشامِ كالإخوةِ الشرعيين القادمين من خرسان المستقلين، فرفضوا،

[18] www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU

فقلتُ للإخوةِ في الدولةِ: إذاً أعطوني أيَّ مبادرةٍ للحكمِ بشرعِ اللهِ لنمتثلَ أمرَ اللهِ فيما بينَنا ولنُحَكِّمه على أنفسِنا وإخوانِنا، نحن بحاجةٍ لمحكمةٍ تقضي بين المجاهدين أنفسِهم لا يكون فيها الخصمُ حكماً، وقلتُ لإخوتي في الدولةِ: إن إخوانَكم في الجماعاتِ الجهاديةِ الأخرى يقولون كيف تريدُنا أن نحتكمَ إلى محاكمِ الدولةِ في خلافِنا معهم، فكيف يكون الخصمُ حكماً؟! ثم هل يرضون أن نحتكمَ وإيَّاهُمْ إلى محاكمِنا؟! ألم يقلِ اللهُ :((إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) فما بال إخواننا لا يقولون سمعنا وأطعنا؟! ومع ذلك رفض إخوتي في الدولة المبادرة، والله المستعان.

'আমি যখন দেখতেপেলাম বিরোধের আলামত স্পষ্ট, মতানৈক্যের বীজ বিদ্যমান, তখন আমি বিষয়টি কিতাবুল্লাহর সামনে পেশ করলাম। কিতাবুল্লাহ থেকে আমি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট জবাব পেলাম: 'তোমরা যদি দীনের কোন বিষয়ে মতভেদ করো, তাহলে তার বিধান হবে আল্লাহর বিধান।'

আর তাই আমি 'ইসলামী মাহকামার' উদ্যোগ গ্রহণের মনস্থ করলাম। আর তখন দাউলার দায়িত্বশীলরাও আমাকে জানালেন যে, তারাও এ ক্ষেত্রে একমত। এতে আমি আনন্দিত হলাম এবং অন্যদেরকেও বিষয়টি অবগত করলাম।

শামে যুদ্ধরত বাহিনীগুলোর মাঝে চিন্তা-চেতনা ও মানহাজগত পার্থক্য থাকার কারণে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, বিচারকগণ শুধু এমন দল হবেন, যাদের মানহাজ সাফ। যারা ইরজা, অন্ধানুকরণ বা অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্ত। কেননা যাদের মানহাজ সঠিক নয় তাদের আমরা বিচারক বানাতে পারি না। অনেক চেষ্টার পর যখন মাহকামার উদ্যোগ গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হল এবং এ ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করলেন। তখন দাউলার সর্বশেষ অবস্থান দেখে আমি মর্মাহত হলাম। তারা মাহকামার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করল। আমি তাদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলাম। তারা আমাকে বলল, কতিপয় জামাতের মধ্যে কিছু সমস্যা বিদ্যমান।

আমি বললাম, তাহলে বিচারকগণ এমন পক্ষ থেকে হোক, যাদের মানহাজ স্পষ্ট, জিহাদের মাঠে যাদের অভিজ্ঞতাও পরিপক্ক যেমন- 'সকুরুল ইজ', 'আল-কাতিবাতুল খাজরা', শামুল ইসলাম ইত্যাদি।

তারা আমার কাছে অপারগতা প্রকাশ করল। তখন আমি বললাম, তাহলে এ সকল গ্রুপ থেকে পৃথক কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বিচারক হোক। আমি এমন ব্যক্তিদের নাম পেশ করলাম, যাদের হক হওয়ার এবং দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে মানহাজের অনুসারী ব্যক্তিগণ একমত। যেমন আমাদের শায়েখ আল্লামা আলাওয়ান অথবা শায়েখ আল-মুজাহিদ ইরবাহীম আর-রুবাইশ অথবা অন্য কেউ। তারা তাও প্রত্যাখ্যান করল।

আমি আরজ করলাম, তাহলে শামের তালিবুল ইলমগণ বিচারক হোক। যেমন ঐ সমস্ত ভাইয়েরা, যারা ইতিপূর্বে খোরাসানে শরীয়া বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তারা সেটাও প্রত্যাখ্যান করল। তখন আমি দাউলার ভাইদেরকে বললাম, তাহলে আপনারা আমাকে এমন কোন সিদ্ধান্তের কথা বলুন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার শরীয়া অনুযায়ী ফায়সালা করা সম্ভব হবে। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ আমরা পালন করতে পারব, যাকে আমরা নিজেদের মাঝে ফায়সালাকারী বানাব। আমাদের তো এমন একটি মাহকামার প্রয়োজন, যা মুজাহিদীনদের বিবাদগুলো নিরসণ করবে। এখানে তো বাদীরা বিচারক হলে হবে না।

আমি দাউলার ভাইদেরকে বললাম, আপনাদের আদালতকে যদি আমরা বিচারক বানাতে চাই তাহলে তো তারা বলবেন, কিভাবে আপনি আমাদেরকে দাউলার আদালতে ফায়সালা করাতে বলছেন, অথচ আমাদের বিরোধই হল তাদের সাথে?!!! প্রতিপক্ষ বিচারক হয় কিভাবে? ওরা কি এতে রাজি হবে যে, তাদের এবং আমাদের ফায়সালা হবে আমাদের আদালতে? আল্লাহ তাআলা কি বলেননি 'মুমিনদেরকে যখন ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।' তাহলে আমাদের ভাইদের কী হল। তারা কেন শুনছে না এবং আনুগত্য করছে না?

এতদসত্ত্বেও দাউলার ভাইয়েরা উক্ত উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহই সাহায্যকর্তা।[১৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তারা একদল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করে' এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন, 'অর্থাৎ তাদের একদল যদি সমাধানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে।' তাহলে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী নির্দেশ দিচ্ছেন,

[১৯] রেকর্ডের লিংকঃ www.youtube.com/watch?v=0hEY397JBgs

'তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তাআলার বিধানের দিকে ফিরে আসে।'

এ থেকে স্পষ্ট হয়, যে দল সমাধানকে প্রত্যাখ্যান করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী বা বাগী বলে আখ্যায়িত করছেন। তাদের বিরুদ্ধে কিতালের নির্দেশ দিচ্ছেন। সুতরাং দাউলা সমাধানকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারী বাগীদের সূচিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী বলেন,

قد مورست علي ضغوط معنوية لأتراجع عن البيان الذي أصدرته بعد ثمرة التواصل الطويل مع الأطراف المعنية للصلح أو التحكيم الذي رفضه جماعة الدولة:

'আমাকে খুব চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে করে আমি আমার পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসি। দীর্ঘ যোগাযোগের পর যা আমি প্রকাশ করেছিলাম, 'দাওলাহ' নামক দলটির (ISIS) সাথে অন্যান্যদের সমঝোতা চুক্তি অথবা উভয়ের মাঝে তাহকীমের (সালীশ) চেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর। 'দাওলাহ' (ISIS) জামাত যে সালীশ প্রত্যাখ্যান করেছিল।'[২০]

তিনি আরও বলেন,

ولعلكم تعلمون أننا حاولنا جاهدين التدخل في الإصلاح كما حاول غيرنا من الأفاضل والعلماء والمجاهدين، وأننا راسلنا المعنيين في هذا الخلاف والإقتتال ومنهم البغدادي، وناصحناه سرا كما ناصحنا تنظيم الدولة علنا، ورددنا على بعض تجاوزات ناطقهم العدناني فيما قدرنا على إخراجه من السجن، وإلا فما يستحق الرد عليه في مجازفاته وتجاوزاته أكثر من ذلك.

وقد راسلنا أخانا الشيخ القائد المجاهد أيمن الظواهري حفظه الله، ووضعناه في صورة سعينا في القيام في مبادرة إصلاح أو تحكيم بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة، وأننا سنوكل في القيام في ذلك بعض خواص طلبتنا الذين نثق بهم، ممن تنطبق عليهم أيضا شروط تنظيم الدولة التي تعنتوا سابقا بها لرفض

[২০] দেখুন: শায়েখের রিসালা- هذا بعض ما عندي وليس كله

مبادرات التحكيم، وهو الشيء الذي أحطنا به البغدادي أيضا، ونبهناه إلى أن رفضه لهذه المبادرة سيحملهم المسؤولية أمام كافة المجاهدين، وسيحصدون عواقبه الوخيمة.

كما أننا راسلنا بعض مسؤولي الدولة الشرعيين، ولدينا وثائق بهذه المراسلات تظهر تدليسهم ولفهم ودورانهم وافتراءهم على قادة المجاهدين وكذبهم،

'হয়তো আপনারা এটাও জানেন যে, আমরা উদ্ভত সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করেছি। যেমনিভাবে অন্যান্য সম্মানিত আলেম ও মুজাহিদগণও নিজেদের প্রচেষ্টা ব্যয় করছেন। আমরা এই মতানৈক্য ও লড়াইয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেছি। যাদের মাঝে বাগদাদিও আছেন।

আমাদের ভাই সেনাপতি মুজাহিদ শায়েখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর সাথেও যোগাযোগ করেছি। আমরা তাকে এমন একটি কাঠামো দাঁড় করাতে বলেছি, যার মাধ্যমে আমরা দাউলা ও জাবহতুন নুসরার মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে পারবো। এটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা আমাদের আস্থাভাজন বিশেষ কিছু ছাত্রকে দায়িত্ব দেবো। এমন কিছু ছাত্র যাদের মাঝে ঐ শর্তসমূহও বিদ্যমান থাকবে যেগুলোর ব্যাপারে একগুঁয়েমি করে ইতিপূর্বে দাউলা তাহকিমের (ফায়সালার) সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেছিল। আর আমরা এই বিষয়টি বাগদাদিকেও অবগত করেছিলাম। আমরা তাকে সতর্ক করেছিলাম, সে যদি এই সিদ্ধান্তকেও উপেক্ষা করে তাহলে তাদেরকে সকল মুজাহিদদের সামনে জবাবদিহিতা করতে হবে এবং এর মন্দ পরিণাম তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

আমরা দাউলার শরীয়া বিভাগের কতিপয় দায়িত্বশীলদের সাথেও যোগাযোগ করেছি। উক্ত চিঠিগুলো প্রমাণ হিসাবে আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে, যাতে তাদের প্রতারণা, মিথ্যাবাদিতা, মুজাহিদ উমারাদের প্রতি অপবাদ আরোপের বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উঠে এসেছে।'[২১]

অপরাধ-৫
তাকফীরের ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি
মুসলমানদের তাকফীর করার ভয়াবহতা

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে যেমন বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই তেমনি সুযোগ নেই ছাড়াছাড়িরও। উম্মাহর পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহির কারণ

[২১] দেখুন: শায়েখের রিসালাহ- الدولة الإسلامية في العراق والشام " والموقف الواجب تجاهها

হচ্ছে এই বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين.

‘তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাক, কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়েছে।’[২২]

ইমাম তাবারানী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وروى الطبراني في الكبير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق) وهو حديث حسن

‘আমার উম্মাহরমধ্যে দু’ধরণের লোক আমার শাফাআত লাভ করবে না; অত্যাচারী জালিম শাসক ও সীমালঙ্ঘনকারী পথভ্রষ্ট।’[২৩]

তাকফীর (কাফের আখ্যাদান) একটি শরয়ী হুকুম। আর এটি দীনের মধ্যে সর্বাধিক স্পর্শকাতর একটি বিধান। কারণ এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে মুসলিমদের গণ্ডি থেকে বের করে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তার জান-মালের হুরমত (সম্মান ও নিরাপত্তা) থাকে না। তার সাথে মুসলিমের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তার মিরাসের হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন আসে। এধরণের নানান হুকুম কার্যকর হয় এর উপর ভিত্তি করে। আর এ জন্যই ইসলামে এই হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

ছাবিত বিন দাহহাক রাযি. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله

‘যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফের আখ্যায়িত করল, সে যেন তাকে হত্যা করল।’[২৪]

[২২] মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ
[২৩] তাবারানী

আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، أن لم يكن صاحبه كذلك)

‘যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ফাসেক বা কাফের আখ্যা দেয়, আর ঐ ব্যক্তি যদি বাস্তবে তেমন না হয় তাহলে তা (যে বলেছে) তার দিকেই ফিরে আসে।’

অপর হাদীসে এসেছে, জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال رجل والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر له ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك

‘এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা বললেন, কে সে, যে আমার উপর কসম করছে যে, আমি তাকে ক্ষমা করব না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, আর তোমার আমলগুলো বিনষ্ট করে দিলাম।’[২৫]

আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন,

اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما ...) وساق الأحاديث ثم قال: (ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير.) ٥٧٨/٤

‘কোন মুসলিম ব্যক্তির ব্যাপারে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া ও কুফরে প্রবেশ করার হুকুম আরোপ করা এমন বিষয় যে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন

[২৪] বুখারী
[২৫] মুসলিম

মুসলিমের জন্য দিবালোকের চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে এই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়। কেননা, সাহাবীদের এক জামাত থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বলে, 'হে কাফের' তাহলে সেটা দু'জনের যে কোন একজনের দিকে ফিরে আসবে। (আরও একাধিক হাদীস উল্লেখ করে তিনি বলেন,) এই হাদীস সমূহ এবং এই মর্মে আরও যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে তাকফীরের হুকুমের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার ব্যাপারে কঠিন ধমক ও অনেক বড় উপদেশ বিদ্যমান ।'[২৬]

উম্মাহর বিদগ্ধ আলেমগণ তাকফীর করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মাহকে সজাগ করেছেন। কেননা, এটা দীনের মধ্যে একটি স্পর্শকাতর মাসআলা। গভীর ইলমের অধিকারীগণ ব্যতীত অন্যদের এ ক্ষেত্রে পদস্খলনের সমূহ সম্ভবনা রয়েছে।

তাকফীরের ক্ষেত্রে দাউলার বাড়াবাড়ি

মাসআলাতুত তাকফীরের ক্ষেত্রে দাউলা চরম অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছে। কোন মুসলিমকে তাকফীর করা তাদের সদস্যদের কাছে যেন দুধ-ভাত। তারা মুজাহিদগণকে, মুজাহিদীন শায়েখদেরকে এমনকি মুজাহিদীন আলেমদেরকেও তাকফীর করেছে। তাকফীরের প্রবণতা তাদের মাঝে এত বেশি যে, তাদের শরীয়া বিভাগের দায়িত্বশীলরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে- তাদের মধ্যে খাওয়ারেজ আছে।

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদীসী হাফি. বলেন,

وتعلمون أن تنظيم الدولة قد سفك الدماء المحرمة؛ وهذا موثق، ورفض الإنصياع لقادة المجاهدين ومشايخهم ومبادراتهم ونصائحهم؛ وهذا مشهور معلوم وموثق أيضا، وأن الغلو قد نخر في صفوف بعض أفرادهم بل وشرعيهم، واعترف بعضهم علنا أن في صفوفهم خوارج .

'আপনারা জানেন, দাউলা অনেক নিস্পাপ-রক্ত প্রবাহিত করেছে, যা নিশ্চিত। তারা মুজাহিদ উমারা ও মাশায়েখদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে, তাদের সিদ্ধান্ত ও উপদেশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে; এটি প্রসিদ্ধ, জানা ও প্রমাণিত একটি বিষয়। তাদের কতিপয় সদস্য; বরং শরীয়া বিভাগের কতিপয় দায়িত্বশীলদের মাঝে সীমালজ্ঘন বাসা বেঁধেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে যে, তাদের মাঝে খাওয়ারেজ বিদ্যমান আছে।'[২৭]

---

[২৬] আস-সাইলুল জেরার, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৭৮

[২৭] দেখুনঃ-শায়েখের রিসালাহ- الدولة الإسلامية في العراق والشام "والموقف الواجب تجاهها

তাকফীরের ক্ষেত্রে দাউলা অনেক কিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত নিম্মোক্ত মূলনীতি দাঁড় করিয়েছে, যা তাদের মুখপাত্রের কণ্ঠে অফিসিয়ালভাবে ঘোষিত হয়েছে:

১. কোন মুসলিম তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে তার বিধান হবে মুরতাদের বিধান। মায়াযাল্লাহ!!

আদনানী বলেছেন,

(فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري) [العدناني، بيان بعنوان: يا قومنا أجيبوا داعي الله، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: ١٤]

'সাবধান হোন! কেননা দাউলাতুল ইসলামিয়্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে আপনি কুফরীতে লিপ্ত হবেন, জেনে হোক বা না জেনে হোক।'[২৮]

দাউলার এই মাযহাব আদনানী উক্ত বয়ানেই আরও বিস্তারিতভাবে স্পষ্ট করছেন যে, কেউ তাদের সাথে যে নিয়তেই যুদ্ধ করুক, তারা তার উপর মুরতাদের হুকুম বাস্তবায়ন করবেন,

منكم من يقاتلنا لديننا لا يريد دولة إسلامية، كرهًا لشرع الله ونصرة للطواغيت ورضى بالقوانين الوضعية، وهؤلاء قليل ولله الحمد وكثير منكم يقاتلنا رغم أنه يريد تحكيم شرع الله ولكنه ضلّ ولم يهتدِ بعد ومنكم من يقاتلنا ظنًا أننا عدوًا صائلًا ومن يقاتل لبعض متاع الدنيا أو راتب يناله من الفصائل ومنكم من يقاتل حميّة أو شجاعة و إلى ما هناك من النيات وسوء البضاعة فاعلموا أننا لا نميز بين هذه الأصناف والمقاصد، وحكمهم عندنا بعد القدرة واحد: طلقة في الرأس فالقة أو سكينة في العنق حاذقة.

'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের দীনের কারণে, সে ইসলামী রাষ্ট্র চায় না। আল্লাহর শরীয়তকে অপছন্দ করে, তাগুতদেরকে সাহায্য করে, মানবরচিত আইন পছন্দ করে। তবে এই শ্রেণীর লোক সংখ্যায় কম। আল-হামদুলিল্লাহ। আর তোমাদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর শরীয়ার শাসন চায়; তথাপি আমাদের সাথে যুদ্ধ করে-কারণ সে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অতঃপর সঠিক পথ পায়নি। তোমাদের মধ্যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের

---

[২৮] আদনানী, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও' শীর্ষক অডিওবার্তা। আল-ফুরকান মিডিয়া সেন্টার। মিনিট:১৪

আগ্রাসী শত্রু আখ্যা দিয়ে। আবার কেউ আছে লড়াই করে কিছু পার্থিব স্বার্থের জন্য, কেউ বিভিন্ন দল থেকে বেতন-ভাতাও পায় গর্ব ও বীরত্ব প্রকাশের কারণে। এ ধরণের আরও বিভিন্ন নিয়ত ও হীনস্বার্থ রয়েছে।

তোমরা জেন রেখ, আমরা এত মতলব বাছাই করবো না। আমাদের আয়ত্বে আসলে তাদের হুকুম একটাই; মাথায় বিদীর্ণকারী বুলেট অথবা গলায় ধারাল ছুরি।'[২৯]

আদনানী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যে, যে কারণেই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা হোক, তাকে ধরতে পারলে তার বিধান একটাই; তাকে হত্যা করে ফেলা। বুলেট দিয়ে মস্তক বিদীর্ণ করে ফেলা অথবা গালায় ধারাল ছুরি চালানো। এমনকি যদি তার ইচ্ছা থাকে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা, অথবা তারা আক্রমণের কারণে সে তাদেরকে আগ্রাসী ভেবে যুদ্ধ করে তথাপি গ্রেফতারের পর হত্যাই তার চূড়ান্ত বিধান।

এর মাধ্যমে আদনানী উম্মাহর সামনে দাউলার এই আকীদাহ পরিষ্কার করল যে, যে কেউ যে কোন কারণেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক, তারা তাকে মুরতাদ হিসাবেই গণ্য করবে এবং তার উপর মুরতাদের হুকুম কার্যকর করবে। কারণ তাদেরকে যদি তারা বাগী (বিদ্রোহী) ভাবতো, তাহলে কখনোই গ্রেফতারের পরও তাদেরকে হত্যা করার ঘোষণা দিত না। কারণ, বাগীকে গ্রেফতারের পর হত্যা করা বৈধ নয়।

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন,

"ولو خرجت على الإمام باغية لا حجة لها قاتلهم الإمام العادل بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة فإن أبوا عن الرجوع والصلح قوتلوا ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهزمهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم [الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٨٦)

'যদি কোন বাগী কোন প্রমাণ ছাড়াই খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন ন্যায়পরায়ণ খলীফা সকল মুসলিম বা যতজন প্রয়োজন ততজন মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তবে প্রথমে তাদেরকে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করবেন ও জামাতের মধ্যে প্রবেশ করতে বলবেন। যদি তারা ফিরে আসতে ও সন্ধি করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

[২৯] দেখুনঃ দাউলার অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ফুরকান থেকে প্রকাশিত, তাদের মুখপাত্রের কণ্ঠে বিবৃতি- قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ

তাদের বন্দীদেরকে হত্যা করবেন না। তাদের পরাজিতদের পিছু ধাওয়া করবেন না। তাদের আহতদেরকে আক্রমণ করবেন না। তাদের পরিবারকে বন্দী করবেন না। তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবেন না।'[৩০]

মুজাহিদীনকে তাকফীর করা

তাদের তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বোঝার জন্য সর্ব প্রথম একটি পরিভাষা জেনে নেওয়া আবশ্যক। কারণ মুজাহিদীনকে তাকফীরের ক্ষেত্রে তারা এই পরিভাষাটিই ব্যবহার করে থাকে।

পরিভাষাটি হচ্ছেঃ 'সহওয়াত' (الصحوات)। 'সহওয়াত' শব্দটি (الصحوة) 'সহওয়াহ' শব্দের বহুবচন, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জাগরণ, চেতনা ইত্যাদি।

পরিভাষায়, 'সহওয়াত' শব্দটি আমেরিকা ঐ সমস্ত কথিত সুন্নী গোত্রগুলোর জন্য ব্যবহার করত, যারা ইরাক আক্রমণের পর মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করেছে। শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে তারা আমেরিকাকে সাহায্য করার কারণে মুরতাদে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ইসলামের পরিভাষায় এই ধরণের মুরতাদদেরকেই 'সহওয়াত' বলে সম্বোধন করা হয়।

দাউলা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'দাবিক' এর মধ্যে 'সহওয়াত' শব্দকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে-

(الصحوات مصطلح سبكته البيادق الأمريكية لتجميل مرتديهم) [مجلة دابق، العدد الأول، رمضان ١٤٣٥هـ، ص٢٠

'আস-সহওয়াত' একটি পরিভাষা, আমেরিকান পদাতিক সৈনিকরা তাদের সহযোগী মুরতাদদেরকে সুন্দর নামে সজ্জিত করতে যা আবিষ্কার করেছে।[৩১]
আর দাউলা 'সহওয়াত' শব্দটি ঐ সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপরই প্রয়োগ করে যাদেরকে তারা মুরতাদ মনে করে।

জাবহাতুন নুসরাকে তাকফীর

দাউলা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'দাবিকে'র মধ্যে, জাবহাতুন নুসরাকে মুরতাদ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ঘোষণা করা হয়েছে 'তাদের মৌখিক ইসলামের দাবি ও আল্লাহ তাআলার বিধান প্রতিষ্ঠার দাবি' তাদেরকে (কুফর ও রিদ্দার) এই হুকুম থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

[৩০] আল-কাফী ফী-ফিকহি আহলিল মদীনা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮৬
[৩১] দাবিক ম্যাগাজিন, প্রথম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৫ হিজরী, পৃঃ২০

দাবিকের বর্ণনা

الادعاء الظاهري بالانتماء للإسلام والنية المزعومة بتحكيم الشريعة، كما هو الحال في جبهة الجولاني وغيرها في هذا التحالف، لا يؤثر على هذا الحكم... فهؤلاء بتحالفهم مع هذه الطوائف الممتنعة وبقتالهم معها ضد الدولة الإسلامية؛ فهم في الحقيقة يشنون الحرب على الشريعة القائمة مستبدلين بها غيرها، وهذا كفر وردّة [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، ١٤٣٦هـ، ص٥٤

'ইসলামের সাথে সম্পর্কের বাহ্যিক দাবি ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কথিত ইচ্ছা, যেমনটি 'জাবহাতুল জাওলানি' (জাবহাতুন নুসরাহ) ও এই জোটের অন্যান্য গ্রুপের অবস্থা, তা এই (কুফর ও রিদ্দার) হুকুম প্রয়োগে কোন প্রভাব ফেলবে না। তারা এ সকল শরীয়ত বর্জনকারী গ্রুপগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ও তাদের সাথে মিলে 'দাউলাতুল ইসলামিয়্যা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দ্বারা মূলত সুপ্রতিষ্ঠিত শরয়ী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাকে ভিন্ন শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য। আর এটা 'কুফর ও রিদ্দাহ'।'[৩২]

কী আশ্চর্য! তারা 'জাবহাতুন নুসরা'র উপর কীভাবে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাদেরকে তাকফীর করছে। আর ঘোষণা করছে, তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কথিত ইচ্ছা, কুফর ও রিদ্দার এই হুকুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাস্তব অবস্থা পুরো উল্টো। শামে তারাই আগে 'জাবহাতুন নুসরা'র উপর আক্রমণ করেছে, ধর্মত্যাগী নুসাইরী বাহিনীর হাত থেকে মুক্তকরা স্থানগুলো দখল করেছে, মুজাহিদদেরকে হত্যা করেছে। **শামের ময়দান সম্পর্কে যারা খবর রাখেন তাদের সকলের কাছেই এটা স্পষ্ট।**

এমনকি দাউলার রাজধানী 'রাক্কা' নুসাইরীদের থেকে মুক্ত করেছে 'জাবহাতুন নুসরা' ও 'আহরারুশ শাম আল-ইসলামিইয়্যাহ'। শামে দাউলার আগমনের আগেই এ অঞ্চল মুক্ত হয়েছে। কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে মুজাহিদীনের উপর আক্রমণ করে তা দখল করেছে এবং তাদের 'কথিত খিলাফাতের' রাজধানী বানিয়েছে!

মুজাহিদগণ যখন তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছেন, তখন তারা সেটাকে বানিয়েছে 'ইসলামী শরীয়তকে পরিবর্তনের জন্য এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। সুতরাং তারা সকলে 'মুরতাদ'।

---

[৩২] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান, ১৪৩৬ হিজরী, পৃ:৫৪

'জাবহাতুন নুসরা'র মুজাহিদীনের ব্যাপারে 'দাবিকে'র মন্তব্য,

أما بعد أن تركهم -أي جبهة الجولاني- من كان في قلبه حبة خردل من خير مِن الجنود، والتحقوا بصف الدولة الإسلامية، فلم يبق من جنودهم إلا أولئك الذين أُشرِبت قلوبهم عجل الإرجاء والحزبية، بل موالاة المرتدين ضد المسلمين)[مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، ١٤٣٦هـ، ص٧٢

'জাবহাতুল জাওলানির' সৈনিকদের মধ্যে যাদের হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ কল্যাণ ছিল সে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে এবং 'দাউলাতুল ইসলামিইয়্যা'র কাতারে এসে মিলিত হয়েছে। তাদের মধ্যে শুধু ঐ সকল সৈনিকরাই রয়ে গেছে, যাদের হৃদয় পূর্ণ ইরজা ও গোঁড়ামি দ্বারা; বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের ভালোবাসায় পূর্ণ।'[৩৩]

এটা নিশ্চিত, কারো হৃদয় যদি 'ইরজা' ও মুসলিম-বিরোধী মুরতাদদের ভালবাসায় পূর্ণ থাকে, সে কখনোই মুসলিম থাকতে পারে না। আর 'দাউলা'র মতে 'জাবহাতুন নুসরা'র সকল মুজাহিদীনের হৃদয় 'ইরজা' ও মুসলিমদের বিরোধী মুরতাদদের ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সালাহুদ্দীন আশ-শিশানীর শাহাদাহ (সাক্ষ্য)

২০১৪ সালের ৬ নভেম্বর 'জাইশুল মুহাজিরীন ওয়াল আনসারে'র আমীর সালাহুদ্দীন আশ-শিশানী হাফি. দাউলার খিলাফতের রাজধানী 'রাক্কা'য় যান। সেখানে দাউলার সেনাপতি ওমর শিশানী ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর ফিরে এসে তিনি এই সাক্ষ্যপ্রদান করেন-

قابلت ممثلي الدولة في الرقة قبل يومين وعرضت عليهم الهدنة والإصلاح مع الفصائل ولكن رفضوا جماعة الدولة تعتقد فعلياً بكفر جبهة_النصرة و الجبهة_الإسلامية طلبوا مني بيعة البغدادي، وأكدت لهم أني كنت مبايعا لدوكو عمروف -رحمه الله- والآن أجدد البيعة لأبو محمد الداغستاني" في الشيشاني.

'আমি দু'দিন পূর্বে 'রাক্কা'য় দাউলার প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাদের সামনে অন্যান্য গ্রুপগুলোর সাথে সমাধান ও সন্ধিয় প্রস্তাব পেশ করি, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। দাউলা বাস্তবিকভাবেই 'জাবহাতুন নুসরা' ও 'আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যা'কে তাকফীর করে। তারা আমাকে বাগদাদীর হাতে বায়আত দেওয়ার জন্য আহ্বান করে। আমি তাদের সামনে স্পষ্ট করি, আমি

---

[৩৩] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী, পৃ:৭২

‘দোকো আমরুফ’ রহ. এর হাতে বায়আত ছিলাম এখন নতুন করে শিশানের শায়েখ আবু মুহাম্মদ আদ-দাগিস্তানির কাছে বায়আত নবায়ন করছি।[৩৪]

জাইশুল ফাতাহকে তাকফীর

দাউলা ‘জাইশুল ফাতাহে’র ব্যাপারে অভিযোগ করে যে, তাদের মাঝে ঈমান ভঙ্গের দুটি কারণ পাওয়া যায়ঃ এক. কুফ্‌ফার-মুরতাদদের সাথে বন্ধুত্ব; দুই. আল্লাহ তাআলার শরীয়ত দ্বারা ফায়সালা না করা। তারা লিখেছে,

هذا "جيش الفتح" الذي تم تشكيله مؤخراً، والمدعوم من قبل طواغيت قطر وتركيا وآل سلول، والذي تغلّب مؤخراً على بعض المناطق من ولاية إدلب: فهل حكمها بالشريعة؟ أم أنهم ما يزالون ممتنعين عن الكثير من أحكام الشريعة.. وواقع ولايتي إدلب وحلب، وهما المنطقتان اللتان يسيطر عليهما تحالف الصحوات، أنها غابات وحشية تحكمها قوانين الفصائل..[مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، ١٤٣٦هـ، ص٥٤-٥٥

‘এই জাইশুল ফাতহ, যা পরে গঠন করা হয়েছে। কাতার, তুরস্ক ও সৌদির তাগুতদের সহযোগিতায়, যারা পরে ইদলিবের কিছু স্থান দখল করেছে, তারা কি এ অঞ্চল শরয়ী বিধান দ্বারা শাসন করে, না তারা এখনো শরীয়ার অনেক বিধান থেকে নিবৃত? ‘ইদলিব’ ও ‘হালব’, যে দু’টিতে ‘সহওয়াতদে’র জোট বিজয় লাভ করেছে, এগুলোর অবস্থা হিংস্র জঙ্গলের মত। এগুলো পরিচালিত হয় এই গ্রুপগুলোর আইন দ্বারা।’

জাবহাতুল ইসলামিয়্যাকে তাকফীর

দাবিক ম্যাগাজিনের মধ্যে ‘আল-কায়েদা’ ইয়ামেন শাখার সমালোচনা করে লিখা হয়েছে, তাদের একটি সমস্যা হচ্ছে ‘মুরতাদ তথা আহরারের আমীরদের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ’।

وفي بعضها الترحّم على مرتدي الصحوات السلولية، قادة أحرار الشام [مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، ١٤٣٦هـ، ص٢٣

‘তাদের কিছু বয়ানের মধ্যে ‘আস-সহওয়াতুস সুলুলিয়্যা’র (আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যার) আহরারুশ শামের মুরতাদ নেতাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়েছে।’[৩৫]

[৩৪] দেখুনঃ www.youtube.com/watch?v=gGbAh12FYmM

আরও লিখেছে,

الجبهة الإسلامية المرتدة.. [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، ١٤٣٦هـ، ص٧]

‘মুরতাদ ‘জাবহাতুল ইসলামিইয়্যা’।[৩৬]

দাবিকে উল্লেখ করা হয়, অনেকে যেসব কারণে দাউলার বিরোধিতা করে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, দাউলা ‘জাবহাতুল ইসলামিয়্যা’কে তাকফীর করে,

على سبيل المثال: كانوا ينكرون على الدولة الإسلامية لإعلانها تكفير "الجبهة الإسلامية".. مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، ١٤٣٦هـ، ص٧٥

‘তারা ‘দাউলাতুল ইসলামিয়্যা’র বিরোধিতা করতো, ‘দাউলাতুল ইসলামিইয়্যা’ ‘জাবহাতুল ইসলামিইয়্যা’কে তাকফীরের ঘোষণা দেওয়ার কারণে।’[৩৭]

তালেবানকে তাকফীর

দাউলার একজন আলেম (বলা হয়, সে হচ্ছে শরীয়া বিভাগের দায়িত্বশীল) আবু মাইসারাহ আশ-শামী, যে নিয়মিত দাবিকের মধ্যে লেখা লেখি করেন। সে ‘ফাদিহাতুশ শাম’ শিরোনামে তার একটি প্রবন্ধে লিখেছে:

وأكثر أمرائهم –أي. طالبان- لهم علاقات مع طوائف التجسس المرتدة في باكستان (الـ "آي إس آي")، وكثير من جنودهم على شرك أكبر مخرج من الملة بدعاء الأموات والاستشفاع بهم والنذر والذبح لهم والسجود لقبورهم، وكثير من طوائفهم يحكمون الآن بالفصول القبلية دون الأحكام الشرعية في مناطق يدّعون فيها التمكين..) [مقالة "فاضحة الشام"، المحال لها في مجلة دابق، العدد العاشر، ص٢٠]

‘তালেবানদের অধিকাংশ আমীরদের সম্পর্ক রয়েছে পাকিস্তানী মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আই. এর সাথে। তাদের অনেক সৈনিক ‘শিরকে আকবারে’ লিপ্ত, যা ধর্ম থেকে খারিজ করে দেয়। যেমন, মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা, তাদের কাছে আরোগ্য কামনা, তাদের নামে মান্নত করা, তাদের জন্য জবেহ করা, তাদের কবরে সেজদা করা। তাদের অনেক দল যে স্থানগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব লাভের দাবি করে, সেখানে শরীয়ার বিধানের বিপরীত স্বরচিত আইন দ্বারা শাসন করে।’

[৩৫] দাবিক ম্যাগাজিন, ষষ্ঠ সংখ্যা, রবীউল আউয়াল, ১৪৩৬ হিজরী পৃঃ২৩
[৩৬] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃঃ৭
[৩৭] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃঃ৭

তিনি আরও লিখেছেন,

لا تَعارُض بين قتال الصليبيين وقتال الموالين للطواغيت، فكما أن الدولة الإسلامية قاتلت الصليبيين في العراق وقاتلت الصحوات.. كذلك ستقاتل الصليبيين في خراسان وتقاتل طوائف طالبان [مقالة "فاضحة الشام"، المحال لها في مجلة دابق، العدد العاشر، ص٢٠

'ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ও তাগুতদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিতালের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই, তাই যেমনিভাবে 'দাউলাতুল ইসলামিয়্যা' ইরাকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ করেছে তেমনি সহওয়াতদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। ঠিক তেমনিভাবে অচিরেই তারা খোরাসানেও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ও তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

পাঠক কী বুঝলেন? একথার মাধ্যমে তালেবানকে ইরাকের সহওয়াতদের সাথে তুলনা করে পরোক্ষভাবে তাকফীর করা হল!

তার উপরোক্ত বক্তব্য যে কত জঘন্য মিথ্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আমরা যারা উপমহাদেশে থাকি তারা তালেবানদের আকীদাহ সম্পর্কে ভালভাবেই জানি।

তারা তালেবান মুজাহিদীনের ব্যাপারে বলছে, তাদের অনেক সৈনিক 'শিরকে আকবারে' লিপ্ত, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। যেমন, মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা, তাদের কাছে আরোগ্য কামনা, তাদের নামে মান্নত করা, তাদের জন্য জবেহ করা, তাদের কবরে সেজদা করা ইত্যাদি।

আল-কায়েদাকে তাকফীর

আল-কায়েদা সম্পর্কে আদনানী বলেন,

القاعدة انحرفت وتبدّلت وتغيّرت، إن الخلاف بين الدولة والقاعدة ليس على قتل فلان أو بيعة فلان أو قتال صحوات..، ولكن القضية قضية دين اعوجّ ومنهج انحرف، منهج استبدل الصدع بملة إبراهيم والكفر بالطاغوت والبراءة من أتباعه وجهادَهم؛ بمنهج يؤمن بالسلمية ويجري خلف الأكثرية، منهج يستحي من ذكر الجهاد والصدع بالتوحيد، [أبو محمد العدناني، بيان بعنوان:

١ ما كان هذا منهجنا ولن يكون، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، الدقيقة:١١

'আল-কায়েদা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, বিকৃত ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। 'দাউলা' ও 'আল-কায়েদা'র মধ্যে ইখতিলাফ- অমুককে বায়আত প্রদান, অমুককে হত্যা বা সহওয়াতদের বিরুদ্ধে কিতাল নিয়ে নয়; বরং মূল বিষয় হচ্ছে আল-কায়েদার দীন ও মানহাজ বিকৃত হয়ে গেছে । যারা ইব্রাহিমী আদর্শকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা, তাগুতকে অস্বীকার করা, তাগুতের অনুসারীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নীতিকে পরিবর্তন করে এমন মানহাজ গ্রহণ করেছে, যা (কাফেরদের সাথে) আপোষকামিতায় বিশ্বাস করে এবং সংখ্যাধিক্যের পিছনে চলে। এমন মানহাজ, যা লজ্জা পায় জিহাদের আলোচনা করতে এবং তাওহীদের ঘোষণা দিতে।'[৩৮]

নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে অকাট্যভাবে আল-কায়েদাকে তাকফীর করা হয়েছে। কারণ এখানে সে বলেছেন, তাওহীদের মূল রোকন- 'কুফর বিত তাগুতে'র মানহাজ আল-কায়েদা পাল্টে ফেলেছে- যে মানহাজ জিহাদের আলোচনা করতে লজ্জা পায়, তাওহীদের ঘোষণা করতে লজ্জা পায়। যে মানহাজে মিল্লাতে ইব্রাহিমীর অনুকরণ নেই, নিশ্চিত সেটা ইসলামের মানহাজ নয়।

সে আরো বলেছেন, আল-কায়েদা কাফেরদের তৈরী সাইকস-পিকট বর্ডার অনুসরণ করে। অর্থাৎ, কুফরের আনুগত্য করে।

Al-HamduLILLAH. That ALLAH has showed finally really the truth. And "Dawlah" removed the mask from her face. So the Press officer (their official speaker) of "Dawlah" al-Adnaani made a statement under the title: "THIS WAS NEVER OUR MANHAJ (methodology) AND NEVER WILL BE."

They say (Dawlah/ISIS) we do not make Takfeer of Muslimeen (we dont excommunicate them, dont accuse them of disbelief/Riddah). So what do these words mean "they no longer make amend the Tawaagheet (singular is Taaghoot)" and "the majority of them admits to democracy" and "they recognize the borders of the Sykes-Picot"? If this is not to make Takfeer, we do not know how otherwhise to label it.[39]

[৩৮] আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী, 'লাম ইয়াকুন হাযা মানহাজুনা ওয়ালাই ইয়াকুনা' শিরোনামে ভাষণ, আল-ফুরকান মিডিয়া প্রকাশনা সেন্টার, মিনিট:১১

[৩৯] http://kavkazcenter.com/arab/

মুজাহিদীন উলামা ও শায়েখদেরকে তাকফীর

মুজাহিদীন উলামা-উমারাগণ তাদের তাকফীরের হাত থেকে রক্ষা পাননি। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ করার মতো:

تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض

'মুসলমানদের আলেমদেরকে তাকফীর করার জন্য জাহেলদের মুখে তাকফীরের বুলি জঘন্য অপরাধসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এর মূল উৎপত্তি হয়েছে খারিজী ও রাফিজীদের থেকে।[৪০]

মোল্লা আখতার মানসূরকে তাকফীর

২০১৫ সালের ১৬ নভেম্বর দাউলার অফিসিয়াল মিডিয়া 'আল-হায়াত' একটি ভিডিও প্রকাশ করে। ?يا قاعدة اليمن – إلى أين تذهبون শিরনামে সেখানে দাউলার তিনজন ইয়ামানী সদস্য আলোচনা করে। তাদের একজন মোল্লা আখতার মানসুর হাফি. ব্যাপারে বলে,

المعتوه الطاغوت أختر يحمل علاقة ود مع إيران المجوسية، ويحمي المزارات الشركية، ويتعاون مع المخابرات الباكستانية."

'উন্মাদ তাগুত আখতার, অগ্নিপূজারী ইরানের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রক্ষা করে, শিরকী মাযারগুলো রক্ষা করে এবং পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থাকে সাহায্য করে।'

শায়েখ আইমান সম্পর্কে

أي انحراف عن الحق هذا؟ يبايع طاغوت طالبان وينصره

'এ কেমন সত্যভ্রষ্টতা? তালেবানদের তাগুতকে বায়আত দিচ্ছে ও সাহায্য করছে?'

শায়েখ আইমান সম্পর্কে দাবিক ম্যাগাজিনে উল্লেখ করা হয়েছে,

الظواهري تبنى سياسات جديدة معارضة لسياسات المجاهد الشيخ أسامة بن لادن، لذلك فإن الظواهري جعل أراضي الصليبيين في أمان، وجعل الطواغيت

[৪০] মাজমূউল ফাতাওয়া

في أمان، وجعل طواغيت ما بعد الربيع العربي في أمان، وجعل طواغيت جماعة الإخوان في أمان، وجعل جيوش الردة في أمان، وجعل عوام الرافضة وهمجهم في أمان... بل تجاوز الأمر ذلك إلى أن صارت المصلحة الظاهرة هي في ترك تطبيق الشريعة) [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، ١٤٣٦هـ، ص٦٧]

'জাওয়াহিরী নতুন রাজনীতি নিয়ে এসেছে, যা শায়খুল মুজাহিদ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর পলিসির সাথে সাংঘর্ষিক। জাওয়াহিরী ক্রুসেডারদের ভূমিগুলোকে, তাগুতদেরকে, আরব বসন্তের পরে সৃষ্ট তাগুতদেরকে, ইখওয়ানের তাগুতদেরকে, মুরতাদ সেনাবাহিনীগুলোকে এবং রাফিজী ও তাদের ইতর শ্রেণীকে সমর্থন ও নিরাপত্তা দিয়েছে। বিষয়টা শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং স্পষ্ট স্বার্থসিদ্ধি দেখা গিয়েছে ইসলামী শরীয়াহ কার্যকর না করার মধ্যে।'[৪১]

একটু সামনে এগিয়ে লিখা হয়েছে,

أوقع الظواهري الكثير من الناس في حبائل فكره المعوج المضاد للجهاد وحمل السلاح، ودعوته إلى منهج السلمية واتباع الحاضنة الشعبية، والتي أدت إلى تولي فراعنة جدد لبلاد الكنانة وغيرها من البلدان)[مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، ١٤٣٦هـ، ص٥١]

'জাওয়াহিরী তার জিহাদ ও অস্ত্রধারণ-বিরোধী বক্র দৃষ্টিভঙ্গির ফাঁদে অনেক মানুষকে ফেলেছে। শান্তিপূর্ণ মানহাজ ও জনসেবার দিকে তার আহ্বান মিসর ও অন্যান্য রাষ্ট্রে নতুন নতুন ফেরাউনকে ক্ষমতায় বসিয়েছে।'[৪২]

দাবিকে আরও লিখেছে, শায়েখ আইমান শায়েখ জাওলানিকে মুরতাদদের সাথে মিলিত হতে আদেশ করেছেন:

الظواهري أمر الجولاني بالانضمام إلى الجبهة الإسلامية المرتدة [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، ١٤٣٦هـ، ص٧]

'জাওয়াহিরী জাওলানীকে মুরতাদ জাবহাতুল ইসলামিয়্যার সাথে মিলিত হতে আদেশ করেছে।'[৪৩]

[৪১] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃ:৬৭
[৪২] দাবিক ম্যাগাজিন, ষষ্ঠ সংখ্যা, রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী, পৃ:৫১
[৪৩] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃ:৭

তারা শায়েখ আইমানের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ উত্থাপন করেছে, যার প্রত্যেকটিই ঈমান ভঙ্গের কারণঃ

১.ক্রুসেডার, তাগুত, তাগুতের বাহিনীসমূহ, রাফিজী ও শিয়াদেরকেসহ সবধরনের কাফেরদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া। যা প্রকারান্তরে তাদেরকে সাহায্য করা এবং ঈমান ভঙ্গের কারণও বটে।

২.আল্লাহ তাআলার শরীয়া প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়া।

৩.যুগের ফেরাউনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বারণ করে তাদেরকে ক্ষমতায় বসানো।

৪.জাবহাতুন নুসরাকে মুরতাদদের (!) সাথে মিলিত হতে আদেশ করা।

এই মিথ্যা অপবাদসমূহ তারা শায়েখের উপরে আরোপ করে। যেগুলোকে তারা নিজেরাও কুফর বলে বিশ্বাস করে ও প্রচার করে। কিন্তু তারা শায়েখের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কুফর বা রিদ্দাহ শব্দের ব্যবহার করে না।

শায়েখ জাওলানিকে তাকফীর

তারা শায়েখ জাওলানিকে সহওয়াতদের মূল খেলোয়াড় বলে উল্লেখ করেছে:

الجولاني دخل كلاعب أساس في مؤامرة الصحوات الخبيثة) [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، ١٤٣٦هـ، ص٥١]

'খবিস সহওয়াতদের মূল খেলোয়াড় হিসাবে জাওলানীর অবতরণ হয়েছে।'[৪৪]

জাবহাতুল ইসলামিয়্যার আমীরদেরকে তাকফীর

দাবিক ম্যাগাজিনে আল-কায়েদা ইয়ামেন শাখার সমালোচনা করে লেখা হয়েছে, তাদের একটি সমস্যা হচ্ছে 'মুরতাদ তথা আহরারের আমীরদের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ'।

وفي بعضها الترحّم على مرتدي الصحوات السلولية، قادة أحرار الشام) [مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، ١٤٣٦هـ، ص٢٣]

'তাদের কারো কারো বয়ানের মধ্যে 'আস-সাহওয়াতুস সুলুলিয়্যার (জাবহাতুল ইসলামিয়্যার) আহরারুশ শামের মুরতাদ নেতাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো হয়েছে।[৪৫]

[৪৪] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃ:৫১

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুহাইসিনীকে তাকফীর

শায়েখ মুহাইসিনীকে তারা সম্বোধন করেছে এভাবে:

داعم الصحوات عبد الله المحيسني...) [مجلة دابق، العدد التاسع، شعبان، ١٤٣٦هـ، ص٥٩]

'সহওয়াতদের পৃষ্ঠপোষক আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী।'[৪৬]

শায়েখ মাকদিসীকে তাকফীর

শায়েখকে কাফেরদের বুটের ফিতা বলা হয়েছে, যা শায়েখ নিজেই উল্লেখ করেছেন। পাইলট বনাম বন্দী বোনের বিনিময়ের ব্যাপারে মধ্যস্থতার সময়। এভাবেই তাদের তাকফীর থেকে রক্ষা পাননি মুজাহিদীনরা। মুজাহিদীন উলামারা। মুজাহিদীন উমারাগণ। এমনকি আকীদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দৃঢ় বলে পরিচিত আল-কায়েদাও তাদের তাকফীর থেকে রক্ষা পায়নি। আল-কায়েদার ক্ষেত্রে যদি তাদের এই অবস্থান হয় তাহলে উম্মাহর অন্যান্য সদস্যদের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

অপরাধ-৬

অন্যায়ভাবে মুসলিমদের রক্তপাত

মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তার মুসলিম বান্দাদের রক্তের মূল্য অনেক অনেক বেশি। অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করা কুফর ও শিরকের পর অন্যতম কবিরা গুনাহ। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হবে জাহান্নাম। সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাআলা তার উপর রাগান্বিত হবেন। তাকে লা'নত করবেন। তার জন্য প্রস্তুত করে রাখবেন মহা শাস্তি।'[৪৭]

[৪৫] দাবিক ম্যাগাজিন, রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী পৃ:২৩
[৪৬] দাবিক ম্যাগাজিন, নবম সংখ্যা, শাবান ১৪৩৬ হিজরী, পৃ:৫৯
[৪৭] সূরা নিসা, আয়াত:৯৩

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

(والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)

'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! একজন মুমিনকে হত্যা করা পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও আল্লাহ তাআলার কাছে গুরুতর অপরাধ।'[৪৮]

আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

وعن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا)

'সব ধরনের গুনাহের ব্যাপারে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দিবেন, তবে যে মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে তারা ছাড়া।'[৪৯]

আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ)

'যদি আসমান ও জমিনবাসী সকলে মিলেও কোন একজন মুমিনের রক্তপাতে অংশ নেয়, আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে জাহান্নামের মধ্যে উল্টো করে ফেলবেন।'[৫০]

ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম হত্যার ভয়াবহতা সম্পর্কিত সকল আসমানী বাণীসমূহ শ্রবণ করলে হৃদয় শিহরিত হয়, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। এ কারণেই শায়খুল মুজাহিদ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহ. বলেন,

[৪৮] নাসায়ী

[৪৯] আবু দাউদ, নাসায়ী

[৫০] তিরমিযী ১৩৯৮

ويكفي في بيان عظمة وضخامة قدر النفس المؤمنة وحرمة دم المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم فلتزل الدنيا ولْنفنَ ولْتفنَ تنظيماتنا وجماعاتنا ومشاريعنا ولا يراق على أيدينا دم مسلم بغير حق إنها مسألة حاسمة في غاية الوضوح

'মুমিনের জীবনের মহত্ব ও গুরুত্ব এবং মুসলিমের রক্তের মূল্য বোঝার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটিই যথেষ্ট– আল্লাহ তাআলার নিকট একজন মুসলিমকে হত্যার চেয়ে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়াও তুচ্ছ। দুনিয়া ধ্বংস হোক, আমরা নিঃশেষ হয়ে যাই, আমাদের তানযীমগুলো শেষ হয়ে যাক, আমাদের পরিকল্পনাগুলো বিফলে যাক, তথাপি অন্যায়ভাবে যেন আমাদের হাতে কোন একজন মুসলিমের রক্ত না ঝরে। এটিই চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত।'

দাউলার অন্যায়-রক্তপাত

শামে মুজাহিদীনের মধ্যে রক্তপাতের সূচনা ও ধীরে ধীরে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছার পিছনে অন্যতম অপরাধী হচ্ছে দাউলা। কেননা, এই ফেৎনা অঙ্কুরেই নির্মূল করার জন্য স্বতস্ফূর্ত উলামা ও উমারাগণের শত প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি একমাত্র দাউলার কারণেই। যে সত্য ইতিমধ্যে প্রমানিত হয়েছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এ রক্তপাত বন্ধের একটিমাত্র উপায় বাকি ছিল। আর তা হচ্ছে, একটি নিরপেক্ষ মাহকামা (আদালত) গঠন। যেখানে বিবাদমান পক্ষগুলোর বিচার শরীয়ত সম্মত পন্থায় পরিচালিত হবে। নিরপেক্ষ উমারা ও আলেমগণ বার বার উভয় পক্ষের সামনে এই প্রস্তাব পেশ করেন; কিন্তু দাউলা বার বার বিভিন্ন অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করে। যার ফলে এই রক্তপাত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

জাবহাতুন নুসরার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

জাবহাতুন নুসরার বিরুদ্ধে দাউলাই সর্বপ্রথম অস্ত্র ধরে এবং এক অন্যায়-রক্তপাতের সূচনা করে। তারা সর্বপ্রথম জাবহাতুন নুসরার 'রাক্কা'র আমীর আবু সাদ আল-হাদরামী রহ. কে শহীদ করে। বাগদাদীর নায়েব আবু আলী আল-আনবারী জাবহাতুন নুসরার মুখপাত্রের কাছে হত্যার কথা স্বীকারও করে। তাকে যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করা হল তখন তিনি জবাব দেন- 'সে মুরতাদ হয়ে গেছে'। কেন মুরতাদ হয়েছে? কারণ সে 'জাইশুল হুর' (ফ্রি সিরিয়ান আর্মি) এর কিছু ব্যক্তির থেকে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে জিহাদের বায়আত নিয়েছেন। হায়!

আফসোস এটা কি করে রিদ্দাহ হয়?! এর মাধ্যমেই দাউলা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অস্ত্র ধারণ করে।[৫১]

নির্বিচারে নারী-শিশুদের হত্যা

দাউলার চারজন সদস্য, 'জাবহাতুন নুসরা'র ইদলিবের আমীর আবু মুহাম্মদ আল-ফাতিহ-এর ভাই আবু রাতিব রহ.-এর বাসায় প্রবেশ করে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে শায়েখ আবু মুহাম্মদ, শায়েখ আবু রাতেবসহ তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হত্যা করে। এমনকি ছোট ছোট বাচ্চারাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

পরে 'জাবহাতুন নুসরা'র মুজাহিদগণ হত্যাকারীদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। গ্রেফতারের পর প্রকাশ পায় তারা দাউলার সদস্য। তারা এ হত্যার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে।[৫২]

তাদের ধারণা অনুযায়ী যদি তারা মুরতাদও (!) হয় তাহলে মহিলা ও ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার কারণ কী? এটা কি অন্যায়-রক্তপাত নয়? এর জবাব কি 'দাউলা'কে দিতে হবে না?

হত্যার পর অঙ্গহানী

২০১৩ সালের শেষের দিকে 'আহরার' ও তাদের মাঝে কয়েকজন বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে সমাঝোতা হয়। আহরারের বন্দীদের মধ্যে হুসাইন সুলাইমান আবু রাইয়্যান নামে একজন দায়িত্বশীল মুজাহিদ ছিলেন। দাউলা ৩১ ডিসেম্বর তাকে আহরারের কাছে হস্তান্তর করে। দেখা যায় একটি লাশ। জিজ্ঞাসা করা হল লাশ কেন? তিনি তো আপনাদের কাছে বন্দী ছিলেন? তারা জবাব দেয় ভুলক্রমে নিহত হয়েছে। কাফন সরালে দেখা যার তার সমস্ত শরীর জখমে পূর্ণ। নির্যাতন ও আঘাতের চিহ্ন সমস্ত শরীরে স্পষ্ট। মাথার ভিতর গুলি বিস্ফরিত হয়েছে, কাঁধে ও পায়ে একাধিক গুলির ক্ষত চিহ্ন। ধারাল অস্ত্র দ্বারা কান কাটা। আর এই হত্যা নাকি ঘটেছে ভুলক্রমে?!!![৫৩]

মুজাহিদীন কমান্ডারদেরকে জবাই করে উল্লাস

তারা অনেক মুজাহিদকে জবাই করে শহীদ করেছে এবং করে চলেছে। জবাই করার পর উল্লাস প্রকাশের অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

---

[৫১] দেখুনঃ জাবহাতুন নুসরার মুখপাত্র আবু ফারেস সূরী হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান: লিংক www.youtube.com/watch?v=5bUu5NpnGRU

[৫২] দেখুনঃ www.youtube.com/watch?v=GOmDYzYdZNw

[৫৩] দেখুনঃ www.youtube.com/watch?v=V6GeEhueb00

মুজাহিদদের উপর আত্মঘাতী আক্রমণ

তাদের আরেকটি জঘন্য কাজ হচ্ছে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী আক্রমণ। এর মাধ্যমে তারা সিরিয়ার শত শত মুজাহিদীনকে শহীদ করেছে।

তাদের স্বীকারোক্তি

তাদের দু'জন আত্মঘাতীঃ জাররাহ শামী ও আবু বকর কুরদী, জাবহাতুন নুসরাসহ অন্যান্য মুজাহিদীনের উপর আত্মঘাতী আক্রমণ করে অনেক মুজাহিদীনকে শহীদ করেছে। এ ব্যাপারে তারা গর্ব করে বলেছে,

هذه الهجمات وقعت خلال اجتماع للجبهة الشامية مع فصائل أخرى بما في ذلك جبهة الجولاني، لتوسيع حربهم ضد الدولة الإسلامية، وهذه العمليات نجحت في قتل ما يزيد على ثمانين من أفراد الصحوات وجرح العشرات منهم..)

[مجلة دابق، العدد التاسع، شعبان، ١٤٣٦هـ، ص٢٨

'এই হামলাগুলো এমন সময় পরিচালনা করা হয়, যখন জাবহাতুশ শামিয়্যা অন্যান্য গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক করছিল, যাদের মাঝে জাবহাতুল জাওলানীও ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দাউলাতুল ইসলামিয়্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আরও সম্প্রসারণ করা। এই হামলাগুলো ৮০ এর অধিক সহওয়াত সদস্যকে হত্যা করতে সফল হয় এবং তাদের মধ্যে আহত হয় কয়েক শত।'

অন্যান্য ভূখণ্ডে মুজাহিদদেরকে হত্যা

তাদের এই অন্যায়-রক্তপাত শুধু শামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তারা এর বিস্তার ঘটিয়েছে। লিবিয়ায় তাদের অনুসারীরা অন্যান্য মুজাহিদদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে হত্যা করছে। তাদের উপর আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে।

খোরাসানে দাউলার অনুসারীরা তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এভাবে তারা এই ফেৎনার ভয়াল থাবা বিস্তৃত করার চেষ্টা করছে।

মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা

তাদের জিঘাংসা মেটানোর জন্য তারা হত্যার এক নতুন রূপ বেছে নিয়েছে। মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা। দাউলার অনুসারীরা আফগানিস্তানে কিছু সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করে। পরে দাবি করে তারা দাউলার বিরোধিতাকারী। তারা তাদেরকে মাটিতে পুঁতে মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করে। যা তাদের ওলায়াতে খোরাসান অফিসিয়ালভাবে পাবলিশ করে।

‘কথিত খিলাফত’কে মুজাহিদদেরকে হত্যার লাইসেন্স বানানো

মুসলিমদের রক্তের পিপাসা তাদের দিন দিন বেড়ই চলছিল। তাদের জিঘাংসা মিটছিল না। কিন্তু এই পিপাসা ও জিঘাংসা শতগুণে বৃদ্ধি পেল যখন তারা এই হত্যার অবৈধ লাইসেন্স গ্রহণ করল, অর্থাৎ খিলাফত ঘোষণা করল। তাদের মুখপাত্র আদনানী ঘোষণা দিল:

سنفرّق الجماعات ونشق صفوف التنظيمات نعم؛ لأنه مع الجماعة لا جماعات، وسحقًا للتنظيمات سنقاتل الحركات والتجمعات والجبهات سنمزق الكتائب والألوية والجيوش حتى نقضي بإذن الله على الفصائل

‘শীঘ্রই আমরা সকল জামাতসমূহের মধ্যে ফাটল ধরাব, তানযীমগুলোর সারিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করব। হ্যাঁ করব। কারণ, হক থাকে জামাতের সাথে, বহু দলের সাথে নয়। আর বহু সংগঠন তো দূরের কথা। অচিরেই আমরা সকল আন্দোলন, দল ও সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অচিরেই আমরা সকল ব্যাটালিয়ন, সকল ঝাণ্ডা ও সকল বাহিনীকে ভেঙ্গে খান খান করব। আল্লাহর হুকুমে সকল দলের অবসান হওয়ার আগ পর্যন্ত।’[৫৪]

এভাবেই তারা বিশ্বের অন্য সকল মুজাহিদীনকে নিঃশেষ করার হুমকি দেয়। বাস্তবে তারা এই আকীদাই ধারণ করে। আশ্চর্য! যে জিহাদী তানযীম বছরের পর বছর ধরে ক্রুসেডার ও তাগুতদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। এমন একটি তানযীম, যার জিহাদের বয়স ১০ বছর পূর্ণ হয়নি, নিজেদের তানযীমকে খিলাফত দাবি করে অন্য সকল মুজাহিদীনের জিহাদকে বাতিল হিসাবে আখ্যায়িত করছে। বিশ্বব্যাপী তাগুত ও মুরতাদদের মসনদে যারা কম্পন তুলছে তাদেরকে হত্যার ঘোষণা দিচ্ছে! বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার!!

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় দাউলার আসল রূপ। তাদের অপরাধ ও অবাধ্যতা। তাদের জিঘাংসা ও অন্যায়-রক্তপাত। যা উম্মাহরউপর আরোপিত হয় নতুন এক ফিতনারূপে। ক্ষতবিক্ষত করে দেয় সত্যবাদী মুমিনদের হৃদয়কে। আঘাতে জর্জরিত উম্মাহরউপর নেমে আসে নতুন বিপদ।

---

[৫৪] দাউলার অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ফুরকান থেকে প্রকাশিত, তাদের মুখপাত্রের কণ্ঠে বিবৃতি- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ

তাদের এই ফিৎনা যখন বিস্তার লাভ করতে থাকে ও অতি-আবেগপ্রবণ জ্ঞানহীন যুবকেরা তাদের ফাঁদে পা দিতে থাকে তখন উম্মাহরহক্কানী উলামা ও উমারাগণ উম্মাহকে সতর্ক করতে থাকেন। কিন্তু তারা তাদের এই অপরাধসমূহকে বৈধ করতে পরিধান করে নতুন চাদর, খিলাফতেরচাদর। ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে তাদের কথিত খিলাফত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের ফিৎনা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।